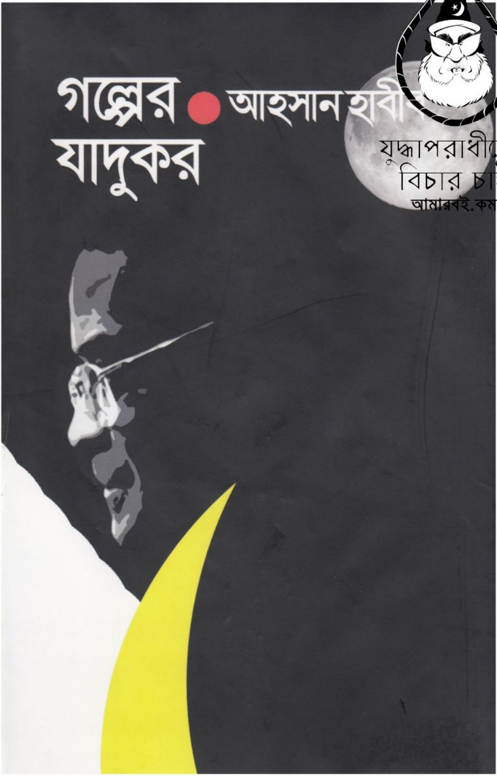

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

বড়ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ছোট ভাই আহসান হাবীবের স্মৃতিচারণ। হুমায়ূন আহমেদের ভাষায় 'স্মৃতি সে সুখেরই হোক বা বেদনারই হোক তা সবসময় বেদনার...।' এই স্মৃতিচারণমূলক খণ্ড খণ্ড রচনায় সেটাই ফুটে উঠেছে যেন। একই সঙ্গে আহসান হাবীব তার দাদাভাইয়ের নিজস্ব হিউমারও কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যা সবাইকে আনন্দ দিবে বলেই আমাদের ধারনা। আর আমরাতো জানিই কিংবদন্তি লেখক হুমায়ূন আহমেদ একজন অসম্ভব আনন্দ প্রিয় মানুষ ছিলেন।

প্রচ্ছদ ▪ আহসান হাবীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

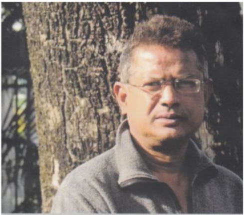

আহসান হাবীব। জন্ম- ১৯৫৭ সিলেটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুগোলে মাস্টার্স শেষ করে ব্যাংকার হিসেবে জীবন শুরু। তারপর পেশা বদলে কার্টুনিস্ট। ৩৫ বছরের পুরোনো কার্টুন পত্রিকা উন্মাদের সম্পাদক/প্রকাশক। পারিবারিক ঐতিহ্যে ইদানিং তিনিও লেখক। তার প্রিয় বিষয় রম্য। রম্য লিখতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। তাছাড়া জোকস তার প্রিয় বিষয়। জোকসকে তিনি প্রায় কুটির শিল্প পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ঠাট্টা করে নিজেকে 'গ্র্যান্ড ফাদার অব জোকস' বলেন। ব্যাক্তিগত জীবনে শিক্ষিকা স্ত্রী আফরোজা আমিন আর কন্যা এষাকে নিয়ে তার নিজস্ব জীবন।

লেখকের ছবি ▪ মিথুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের যাদুকর

সময়

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের যাদুকর

আহসান হাবীব

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

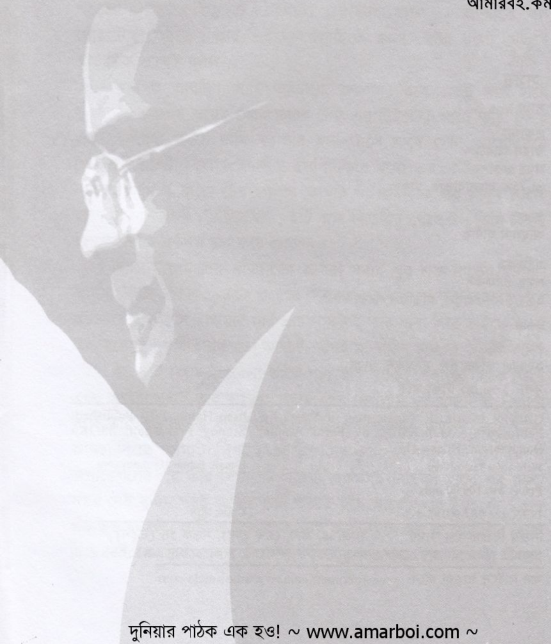

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

উৎসর্গ

আলমগীর রহমান
(বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্টতম বন্ধু)
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

ভূমিকা

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে বই লিখতে হবে আমি কখনো ভাবি নি। তার চলে যাওয়ার আগে এবং পরে ... তাকে নিয়ে কিছু লেখা নিয়ে এই বই স্মৃতি চারনের মতই একটা ব্যাপার। তার একটা লেখায় ছিল ' স্মৃতি সে সুখেরই হোক বা বেদনারই হোক তা সবসময়ই বেদনার।' ঐ লেখাগুলোতে হয়ত সেই রকম একটা বিষয় থেকেই গেল... ।
সে আনন্দপ্রিয় মানুষ ছিল তাই এই বইয়ের শেষের দিকে তাকে নিয়ে কিছু আনন্দঘন ঘটনা জুড়ে দিলাম, পাঠকের হয়ত ভাল লাগবে।

আহসান হাবীব
পল্লবী, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের যাদুকর

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

চমক হাসান নামে এক তরুণ বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটা গান লিখেছে। অসাধারন একটা গান। আমি যতবার শুনি ততবার চোখে পানি আসে। সেখানে সেই তরুন গায়ক তাকে বলেছে 'গল্পের যাদুকর' আসলেই সে ছিল আমাদের গল্পের যাদুকর।

লেখালেখির গল্পের কথা বাদই দিলাম। আমাদের পরিবারের ভিতরই যে সে কতরকম যাদুকরী গল্প তৈরী করেছে তার কোন ইয়াত্তা নেই।

তার সঙ্গে একবার পরিবারের সবাই গেলাম দিল্লী বেড়াতে। একদিন দুপুরে সে পরিবারের প্রত্যেক মেম্বারকে একশ ডলার করে দিয়ে ঘোষনা দিল প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে খাবে। এবং খাবার পর টাকা বাঁচলে বাকি টাকা তাকে ফেরৎ দিতে হবে... কঠিন আইন।

আমরা যার যার মত করে খেলাম (মনে আছে আমি পাঁচ ডলার খরচ করে একটা বার্গার খেয়ে পচানব্বই ডলার বাঁচিয়ে ফেললাম। বড় ভাইকে ফেরৎ দেওয়ারতো প্রশ্নই উঠে না। বড়ভাইও সেটা ভাল করেই জানে যে কেউ ফেরৎ দিবে না।) তবে আশ্চর্যের ব্যাপার সবার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে আমাদের কনিষ্ঠ ভাগ্নী অমি (সে ইদানিং অপলা হায়দার নামে লেখালেখি করে, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) খাওয়া-দাওয়ার পর একশ ডলারের বাকি অংশ বড়মামাকে ফেরৎ দিল। বড় মামা তার সততায়(?) মুগ্ধ হয়ে টাকা গ্রহন করল গম্ভীর হয়ে। পরে অমি যখন বুঝতে পারল যে কেউই খুচরা ডলার ফেরৎ দেয় নি সে একাই দিয়েছে। তখন সে কাঁদো কাঁদো হয়ে আবার বড় মামার কাছে গেল ...

বড় মামা কেউতো টাকা ফেরৎ দেয় নি আমারটা নিলে যে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের যাদুকর

চমক হাসান নামে এক তরুণ বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটা গান লিখেছে। অসাধারন একটা গান। আমি যতবার শুনি ততবার চোখে পানি আসে। সেখানে সেই তরুন গায়ক তাকে বলেছে 'গল্পের যাদুকর' আসলেই সে ছিল আমাদের গল্পের যাদুকর।

লেখালেখির গল্পের কথা বাদই দিলাম। আমাদের পরিবারের ভিতরই যে সে কতরকম যাদুকরী গল্প তৈরী করেছে তার কোন ইয়াত্তা নেই।

তার সঙ্গে একবার পরিবারের সবাই গেলাম দিল্লী বেড়াতে। একদিন দুপুরে সে পরিবারের প্রত্যেক মেম্বারকে একশ ডলার করে দিয়ে ঘোষনা দিল প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে খাবে। এবং খাবার পর টাকা বাঁচলে বাকি টাকা তাকে ফেরৎ দিতে হবে... কঠিন আইন।

আমরা যার যার মত করে খেলাম (মনে আছে আমি পাঁচ ডলার খরচ করে একটা বার্গার খেয়ে পচানব্বই ডলার বাঁচিয়ে ফেললাম। বড় ভাইকে ফেরৎ দেওয়ারতো প্রশ্নই উঠে না। বড়ভাইও সেটা ভাল করেই জানে যে কেউ ফেরৎ দিবে না।) তবে আশ্চর্যের ব্যাপার সবার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে আমাদের কনিষ্ট ভাগ্নী অমি (সে ইদানিং অপলা হায়দার নামে লেখালেখি করে, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) খাওয়া-দাওয়ার পর একশ ডলারের বাকি অংশ বড়মামাকে ফেরৎ দিল। বড় মামা তার সততায়(?) মুগ্ধ হয়ে টাকা গ্রহন করল গম্ভীর হয়ে। পরে অমি যখন বুঝতে পারল যে কেউই খুচরা ডলার ফেরৎ দেয় নি সে একাই দিয়েছে। তখন সে কাঁদো কাঁদো হয়ে আবার বড় মামার কাছে গেল ...

বড় মামা কেউতো টাকা ফেরৎ দেয় নি আমারটা নিলে যে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যরা আইন ভঙ্গ করেছে তুমি করনি তাই নিলাম

ছোট্ট অমি তখন খুচরা ফেরৎ দেওয়া ডলারের শোকে ফিচ ফিচ করে কাঁদতে শুরু করেছে। আর আমরা হাসতে শুরু করেছি।

দাদাভাই অবশ্য পরে তার সততার (?) পুরস্কার স্বরুপ খুচরা ডলারও ফেরৎ দিল উপরন্তু একশ ডলারও পেল। (তখন আবার আমাদের আফসোস হল... হায় হায় কি মিস করলাম।)

ততক্ষনাৎ গল্প তৈরী করতে তার জুরি নেই। তার সব গল্পই যদি লেখা হত তাহলে সেটা হতো একটা মজার 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হুমায়ূন হিউমার'। কোন এক আড্ডায় নাকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি বড় ভাইয়ের মজার সব কথাবার্তা শুনে বলেও ছিলেন ' তোমরা হুমায়ূনের কথাগুলো লিখে রাখছ না কেন... পরেতো সব হারিয়ে যাবে!'

শেষবার যখন সে পল্লবী এল আমার বাসায় (খুড়ি মায়ের বাসায়, আমি মায়ের বাসায় উদ্বাস্তু হিসেবে আছি!) তখন তার জন্য একটু চমক অপেক্ষা করছিল। কারণ আমাদের পল্লবীর বাসাটা ছিল খুবই পুরোনো টাইপের একটা বাসা। এলাকায় অনেকে এটাকে 'ভুতুরে বাসা' বলেও জানত, অনেকের ধারণা ভিতরে একটা মাজার আছে... ইত্যাদী ইত্যাদী। বছর খানেক হল বাসাটাকে আমরা এক ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধি পরামর্শে আধুনিক বাসায় রুপান্তরিত করেছি। তো বড় ভাই বেড়াতে এসে অবাক হয়েছে বাহ সুন্দর হয়েছে বাসাটা। বাসার সামনে একটা লোহার স্পাইরেল সিড়ি সেটা দিয়ে আরেকটা ছাদে যাওয়া যায়। সেখান দিয়ে সে তার দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে গেল। ভ্রু কুচকে আমাকে বলল

উপরের ছাদে রেলিং নেই কেন?

আমি আমতা আমতা করে বলি ' রেলিং নাই, এটাই স্টাইল। '

'না না রেলিং লাগা আমি আবার আসব।' বলে সে নেমে পড়ল।

আমি পড়লাম বিপদে এমনিতেই বাসা ঠিক ঠাক করতে গিয়ে অনেক খরচ হয়ে গেছে। এখন আবার রেলিং দিতে গেলে...। আমি চেপে গেলাম। কিন্তু সে পরদিন আবার ফোন দিল রেলিং লাগিয়েছি কিনা জানতে। কারণ সে আবার আসবে বন্ধু বান্ধব নিয়ে। কি আর করা আমি আবার সেই ইঞ্জিনিয়ার (জাহিদ ভাই) কে বলে রেলিং লাগানোর ব্যবস্থা নিলাম, সারাদিন ননস্টপ ঝালাই মালাই করে রেলিং লাগানো হল। তারপর একদিন তার বাসায় গিয়ে বললাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদা ভাই রেলিং লাগিয়েছি। শুনে সে খুশি হল বলল আসবে। কিন্তু সে আর আসে নি, আসতে পারে নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আমার বাসার বাইরে একটা বড় এ্যাকুইরিয়াম আছে সেখানে কিছু মাছের সঙ্গে দুটো কচ্ছপও থাকত আর কি আশ্চর্য সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল ১৯ শে জুলাই আর কচ্ছপ দুটোও মারা গেল ২১ শে জুলাই। সে প্রায়ই বলত কচ্ছপের জীবন কেন তিনশ বছর হবে আর মানুষ এর জীবন এত ছোট? ... আহা আমার ভাইটা, তার জীবনটাই বা কেন এত ছোট হল? চৌষট্টি বছর একটা সৃষ্টিশীল মানুষের জীবন হতে পারে...? না হয় ??

আমার মনে আছে এই পল্লবী বাসায় অনেকদিন আগে সে একদিন একটা পেয়ারা গাছের চাড়া নিয়ে এল। নিজের হাতেই লাগাল বাসার সামনে। একসময় সত্যি সত্যি বিশাল একটা পেয়ারা গাছ হয়ে উঠল সেটা, পেয়ারাও ধরত বেশ। কিন্তু কি আশ্চর্য তার মৃত্যুর পর গাছটা আস্তে আস্তে মরেই গেল, এখন তার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত বিষয়টা কাকতলীয়ই ... আমাদের এই মহাবিশ্ব নাকি একটি 'কোইনসিডেন্টাল ইনসিভার্স' (স্টিফেন হকিং এর লেখায় পড়েছি) ...তাই কাকতলিয়ই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও তার সঙ্গে সব সময় একটা অলৌকিক ব্যাপার যেন যায়...।

নুহাশ পল্লীতে সে গাছ স্পর্শ করে করে যখন একা একা হাটত তখন মনে হত সে গাছদের সঙ্গে কথা বলছে... কিংবা গাছরাই তার সঙ্গে কথা বলছে। সত্যিই তাই... জোছনা বৃষ্টি আর গাছগাছালি ছিল তার গভীর বোধের কাছাকাছি একটা বিষয়। এখন যখন নুহাশ পল্লীতে যাই অবাক হয়ে দেখি তার সমাধী ঘিরে আছে নুহাশ পল্লীর সবুজ গাছ পালা যেন তারা পাহাড়া দিচ্ছে তাদের প্রিয় মানুষটাকে... আকাশের গাঢ় জোছনা স্পর্শ করে আছে তার সমাধীর সবুজ ঘাস ... তরুণ চমক হাসানের গানের ভাষায় বলি '... তুমি শান্তিতে ঘুমাও হে গল্পের যাদুকর!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দাদাভাই

আমাদের পরিবারের সব খারাপ খবরগুলো সবার আগে পাই আমি। কারণ মা আমার সঙ্গে থাকেন বলে সবাই আগে আমাকে ফোন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে মার শরীর কেমন এই খারাপ খবরটা তিনি নিতে পারবেন কিনা। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। এবারও তাই হল সেদিন তিনটায় আমার কাছে ফোন এল শিঙ্গাপুর থেকে । ফোন করেছে মাজহার ভাই অন্যদিনের সম্পাদক। যিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধুর মত। বিপদে বড় ভাইয়ের সার্বক্ষনিক সঙ্গি।

হ্যালো শাহীন ভাই একটা খারাপ খবর আছে।

বলে তিনি ওপাশে ফুপিয়ে উঠলেন। আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম খারাপ সংবাদটা শোনার জন্য

বলুন মাজহার ভাই

হুমায়ূন ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

পরের প্রশ্নটাই হচ্ছে আলাম্মার শরীর কেমন?

মোটামোটি

তাহলে এ খবরটা এখনই জানানোর দরকার নেই

ঠিক আছে।

আমি বজ্রাহত হয়ে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিবারেও ক্যান্সার ঢুকলো ?

বাসায় এসে স্ত্রীকে প্রথম বললাম খবরটা । সেও হতভম্ব। কিছুদিন আগেই তার বাবা মানে আমার শশুর মারা গেছেন ক্যান্সারে সেই শোক সে এখনো সামলে উঠতে পারে নি। তারপর আবার এই খবর! সেও বলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মাকে এ খবর দেওয়ার দরকার নেই। আমি মাকে কিছু বললাম না। মা উল্টা জিজ্ঞেস করল

কিরে হুমায়ূনের কোন খবর পেয়েছিস?

আম্মা জানে সে শিঙ্গাপুরে চেক আপের জন্য গেছে। কারণ কিছুদিন ধরেই নাকি তার শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

কিন্তু রাত আটটার দিকে বড় ভাই নিজেই আমাকে ফোন করল

হ্যালো আম্মাকে জানিয়েছিস ?

না জানাই নি

এখনি জানা। এটা লুকাছাপার কোন বিষয় না। বল ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সম্ভবত ছড়াচ্ছে। এখানে এমনটাই বলল । আম্মাকে বল দোয়াটোয়া করতে। আর ভাইবোন সবাইকে জানা। কথা গুলো সে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল।

তারপর আরকি! আমি আম্মাকে বললাম, তবে একটু রয়ে সয়ে বললাম। বললাম ভয়ের কোন কারণ নেই এর ট্রিটমেন্ট আছে তারা ফিরে এসে পৃথিবীর সবচে দামি ক্যান্সার হসপিটালে যাবে সেটা আমেরিকায় (একশ পঞ্চাশটা বিখ্যাত ক্যান্সার হসপিটালের মধ্যে এর রেটিং নাকি এক নম্বরে) আমি আবারো টের পেলাম আমার মা কঠিন নার্ভের মানুষ। তার বয়স তিরাশি বছর। ডায়বেটিস, হার্ট আর কিডনীর পেসেন্ট। তিনি কিছুই বললেন না। একদম চুপ করে গেলেন।

আসলে আমাদের পরিবারের আমরা সবাই খুব শক্ত নার্ভের মানুষ। আমার তাই ধারনা। এটা হয়েছে সম্ভবত ১৯৭১ সালের ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতার কারনে। আমার মার প্রায় সামনেই তার বাবা আর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতো আছেই। সেই মা কঠিন হবে নাতো কে হবে?

বড় ভাই (আমরা অবশ্য তাকে দাদাভাই ডাকি) শিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আমরা সবাই তার বাসায় গেলাম। সে দেখলাম খুব স্বাভাবিক। সবার সঙ্গে তার স্বভাবজাত রসিকতা করছে। বন্ধুরা আসছে তাদের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে। সমানে সিগারেট খাচ্ছে। ঘর ধূয়ায় ধূয়াময় (যদিও বাই পাস অপারেশনের পর তার সিগারেট খাওয়া একদমই নিষিদ্ধ) হাতে খুব বেশী সময় নেই দুদিন পরই আবার ফ্লাই করতে হবে আমেরিকার উদ্দেশ্যে। তার প্রস্তুতিও চলছে। আমি আবিস্কার করলাম কারও মুখে ভয় বা আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই। আত্নিয়স্বজনও অনেকে এসেছেন। বাড়িতে বেশ একটা উৎসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসব ভাব। তার ছোট্ট শিশু পুত্র নিষাদ মহা খুশি তাকে দেখে মনে হল তার জীবনে এত আনন্দ বোধহয় খুব একটা এর আগে আসে নি...একসঙ্গে এত মানুষ।

আমেরিকা যাওয়ার আগেও সে খুব স্বাভাবিক ছিল।

পৌছার পর হাসপাতালে এডমিট নেওয়ার পর সে নাকি তার বিদেশী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল

' ডাক্তার আমি কি সত্যিই মারা যাচ্ছি?'

বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ'। তারপর স্মিত হেসে বলল— 'আমরা সবাই মারা যাচ্ছি...'

পরে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'না তুমি এখনই মারা যাচ্ছ না। এখানে যখন এসেই পরেছ আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি তোমাকে বাঁচাতে পারি কিনা।'

যাওয়ার আগেরদিন আমার বড় বোন বড়ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিল— দাদাভাই তোমার কি ধারণা তুমি কি সত্যি সত্যি সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসতে পারবে?

সে স্বভাবসুলভ রসিকতার মুডে বলল, ' ক্যান্সারে না মরলেও মনে হচ্ছে নিউমুনিয়ায় মরতে হবে।'

কেন? আমরা উদ্বিগ্ন

আত্মিয়-স্বজন সবাই এ ভাবে আমাকে দোয়া দরুদ পড়ে ফু দিতে শুরু করেছে... !

এই হচ্ছে আমাদের বড় ভাই ড. হুমায়ূন আহমেদ। বাংলাদেশের কিংবদন্তি লেখক। অবশ্যই সে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসবে। আমরা সে আশায় বুক বেধে বসে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেইনব্যাকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ আমাদের বাবা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তার কোন একটি লেখায় লিখেছিল ' আমার বাবা ... জন স্টেইনব্যাকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা একটি চরিত্র ' আমি ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়েছি তাকে খুব বেশী দেখার সুযোগ হয় নি । কিন্তু বড় ভাইকে দেখে আমার মনে হয়েছে সে নিজেই আসলে জন স্টেইনব্যাকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা একটি চরিত্র । আমার ছোট বেলা... কৈশোর সবই তার দ্বারা দারুন ভাবে প্রভাবিত । সে অদ্ভুত জ্ঞানী একজন মানুষ রহস্যময় মানুষই বলব । একটা কথা আছে না, কোন বিখ্যাত দার্শনিকের বলা সেই বাক্যটি... ' তোমরা রহস্য পর্যবেক্ষন ও বিশ্বাস করবে কিন্তু অনুসন্ধান করবে না... ।' সে একজন জ্ঞানী ও রহস্যময় মানুষ... তাকে অনুসন্ধান করতে হয় নি । সে নিজেই নিদারুনভাবে প্রকাশিত...

অনেক বছর আগের কথা তখন আমরা বগুড়ায় থাকি । তখনও আমি স্কুলে ভর্তি হইনি । ভর্তি হব হব ভাব । বড় ভাই তখন খুব সম্ভব ক্লাশ টেনের ছাত্র । হটাৎ একদিন আমরা ভাই-বোনরা আবিষ্কার করলাম, সে স্কুল থেকে ফিরেই খেয়ে দেয়ে বাসার ছাদে উঠে যেত । ছাদে উঠাটা খুব সহজ ছিল না । কারণ কোন সিড়ি ছিল না ছাদে উঠার, নানান ঝামেলা করে ছাদে উঠতে হত । কিন্তু ছাদে উঠে সে একা একা করেটা কি? আমাদের অন্য পাঁচ ভাইবোনদের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা । অবশেষে সেই জল্পনা কল্পনার অবসান হল একদিন । সে নেমে এল হাসি মুখে ছাদ থেকে, হাতে এক টুকরো সাদা কাগজ (এখনকার এ ফোর সাইজ) তাতে একটা ছবি আঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিজেরই সেলফ পোট্রেট... অসাধারণ একটা স্কেচ। আমরা সব ভাই বোনই শিহরিত হলাম

দাদা ভাই তুমি এত সুন্দর ছবি আঁক?

সে তাচ্ছিল্যের একটা হাসি দিল ভাবটা এমন যে 'এটা কোন ব্যাপার?' তখনই আমরা টের পেলাম সে আসলেই ভাল ছবি আঁকে। তারপর কিছুদিন বাদে শুরু হল তার রং দিয়ে ছবি আঁকা। বিশেষ একটা প্যাটার্নের ছবি। সূর্যাস্তের ছবি। সেটা এঁকেও সে আমাদের সবাইকে চমকে দিল। জল রংয়েও তার অসাধারণ দখল।

তারপর হঠাৎ করেই আবার সব কিছু বাদ। মেট্রিকে অসাধারন রেজাল্ট (বোর্ডে সেকেন্ড) করে চলে গেল ঢাকা কলেজে পড়তে। ফিরে এল ম্যাজিশিয়ান হয়ে। অসাধারন সব ম্যাজিক দেখাল আমাদের। আমরাতো বটেই পাড়ার অন্যান্য ছেলে-মেয়েও হতবাক। মা বিরক্ত, তার এত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে পড়াশুনা বাদ দিয়ে ম্যাজিক করে বেড়াচ্ছে? ... তখনো ম্যাজিকের আরো বাকি ছিল। হঠাৎ খবর এল। তার টিভি প্রোগ্রাম! টিভিতে ম্যাজিক দেখাবে সে। সেই ৬৯ সালের কথা তখন আমাদের পাড়ার আশে পাশেও কারো টিভি ছিল না। বাবা কোথেকে একটা টিভি একদিনে জন্য ধার আনলেন (মনে আছে তখন পাড়ার বন্ধুদের কাছে আমি গোপনে পাট নিয়েছিলাম আমরা টিভি কিনেছি (পরে যখন টিভি আবার ফেরৎ গেল তখন আবার প্রেসটিজ সিভিয়ারলি পাংচার!!)। তখন আমরা থাকতাম কুমিল্লার ঠাকুর পাড়ায়। পাড়ার সব বাচ্চা-কাচ্চা খবর পেয়ে চলে এল। টিভিতে ম্যাজিশিয়ান হুমায়ূন আহমেদের ম্যাজিক দেখতে। তখন টিভি দেখাই একটা বিস্ময় তার উপর আবার সেই টিভি আমাদের বাসায় !! তার ভিতরে আবার আমাদের ভাই দাদাভাইয়ের ম্যাজিক শো!!!

বলাই বাহূল্য আমরা মুগ্ধ হয়ে তার শো দেখলাম।

না সে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যাজিশিয়ান হয় নি। হয়ে উঠল লেখক। মনে আছে তার সব সময় মাথা ব্যথা করত তখন গল্প বলার বিনিময়ে তার মাথা টিপতাম ... আর অসাধারন সব গল্প বলত সে। একটা গল্পের কথা মনে আছে। খুবই লোমহর্ষক টাইপের গল্প। সায়েন্স ফিকশন টাইপ। দুটি ছেলে একটি ভিন গ্রহের প্রাণীর কবলে পড়েছে। তারা রক্ষা পেল কিন্তু এক বন্ধুর শেষ রক্ষা হল না সেও এ্যালিয়েনের মত হয়ে যাচ্ছে... । গল্পটা শেষ করে সে বলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরে গল্প টা কেমন?

ভাল

খুব ভাল না বেশী ভাল?

বেশী ভাল।

গল্পটার নাম কি জানিস?

কি?

সূর্য যেখানে নীল। নামটা কেমন?

নামটা ভাল হয় নি। আমি আমার গরুগম্ভীর মতামত দিতাম।

তাহলে তুই হলে কি নাম দিতি?

আমি ভেবে চিন্তে বলেছিলাম 'দুটি ছেলের কাহিনী'

বেশ তোর নামটাই দিব এখন ভাল করে মাথা টিপ। আমি আরো গল্প শোনার জন্য দ্বিগুন উৎসাহে তার মাথা টিপতাম। সে অবশ্য মুখে বলা গল্পগুলো কখনো লিখে নি। বানিয়ে বানিয়ে বলত পরে নিজেই ভুলে যেত।

এই রহস্যময় মানূষটির আরেকটি অদ্ভুত স্বভাব ছিল। হটাৎ হটাৎ ভোর রাতে সবাইকে ডেকে তুলত, মানে আমাদের ভাইবোনদের।

—কি ব্যাপার দাদা ভাই কি হয়েছে? বড় বোন ভীত!

—কিছু না তোদের কবিতা শোনাবো। সে তখন কবিতার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে যেন এটাই নিয়ম গভীর রাতে ডেকে তুলে কবিতা শোনাতে হয়। তারপর সে তার প্রিয় বিখ্যাত সব কবিতা আবৃত্তি করত। আমরা ঘুম ঘুম চোখে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সে ভাল আবৃত্তি করত। একটা কবিতার লাইন এখনো মনে আছে। বিখ্যাত কবিতা ' ... আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ!'

সে যে শুধু কবিতাই পড়ে শোনাত তাও নয়... মাঝে মাঝে মাকে ডেকে, আমাদের সবাইকে ডেকে তার প্রিয় সব বিখ্যাত গল্পগুলো পড়ে শোনাত। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। (একটা গল্পের কথা এখনো মনে আছে সুবোধ ঘোষের 'তিন অধ্যায়' অসাধারন একটা গল্প)

সে যখন সিগারেট ধরল। তখন বিপদ হল আমার। বিপদ মানে মহা বিপদ। একটু পর পর বলতো 'যাতো একটা বৃস্টল সিগারেট কিনে আন।'

আমি ছুটতাম। একটু পর আবার হুকুম 'যা দৌড়া আরেকটা আন।' তো এভাবে আর কাঁহাতক সহ্য করা যায় কি করি? বড় ভাই বলে কথা। শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় একটা বুদ্ধির ষাট ওয়াটের এনার্জি বাল্ব জ্বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

উঠল। আমি আমার গোপন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তিন প্যাকেট বৃস্টল সিগারেট কিনে ফেললাম। বেশী কেনায় কিছু কমিশনও পাওয়া গেল। এক ঢিলে তিন পাখি। ঘন ঘন দোকানে ছুটতে হবে না। ব্যবসাও হবে...তার কথাও শোনা হবে...। তারপর হাজির হল সেই মহেন্দ্রক্ষন, সে যথারীতি হাঁক দিল-

এই শাহীন যাতো একটা সিগারেট নিয়ে আয়

আমি চিকন হাসি দিয়ে রওনা হলাম সিগারেট আনতে তখনই দ্বিতীয়বার হাঁক...

এই শোন

কি?

বৃস্টল সিগারেট কিন্তু আনবি না

মানে?? (আমার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত!)

আমি ব্রান্ড চেঞ্জ করেছি। ক্যাপসটেন ধরেছি।

আমার মোটামোটি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা। ঐ তিন প্যাকেট বৃস্টল সিগারেটের কি হবে? সেই জীবনের প্রথম ব্যবসায় ধরা খেলাম!!

AMARBOI.COM

সিঙ্গাপুরে তার বাইপাস সার্জারী হল। জটিল অপারেশন, নয় জায়গায় বাইপাস করতে হয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে সুস্থ্য হওয়ার পর সিগারেট ডেড স্টপ। কে শুনে কার কথা সুস্থ হয়েই যেই কে সেই। তার পরিচিতরা বলে

—স্যার আপনি এখনো সিগারেট খাচ্ছেন??

—হ্যাঁ

—কিন্তু আপনার জন্য এটাতো সম্পূর্ণ নিষেধ

—এত টাকা খরচ করে বাইপাস করে এসেছি কি সিগারেট ছেড়ে দেয়ার জন্যে? তার সরল উত্তর।

তার সেন্স অফ হিউমারও অসাধারণ। যারা তাকে কাছ থেকে দেখেছে তারা সেটা ভালো করেই জানে। সেবার মা'র হার্ট এ্যাটাক হল নেয়া হল সোহরোয়ার্দীতে। বড় ভাই গেছে তাকে দেখতে। মা তখন মোটামেটি সামলে উঠেছে। বড় ভাই গম্ভীর মুখে বলল 'আম্মা এবার সিগারেটটা ছাড়েন...' আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু ডিউটি নার্স রসিকতাটা ধরতে পারল না আমাকে আড়ালে জিজ্ঞেস করল 'বলেন কি আপনার মা সিগারেট খেতেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে খুব সহজ- স্বাভাবিক ভাবে মানুষকে 'ট্রিটমেন্ট' দিতে পারে । যেমন একটা ঘটনা বলা যেতে পারে । তার কনিষ্ঠ পুত্র স্কুলে ভর্তি হবে । সে নিয়ে গেছে । নামী দামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল । কায়দা কানুনই আলাদা । গম্ভীর প্রিন্সিপ্যাল কাউকে পরোয়া করে না হোক না সে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ । প্রিন্সিপ্যাল কড়া গলায় বললেন—

আপনার স্ত্রী কোথায়? তাকেও আসতে হবে । আমরা ছাত্র ভর্তি করার আগে বাবা-মার ইন্টারভ্যু নিয়ে থাকি ।

দরকার হলে আমার স্ত্রী আসবে... কিন্তু আমারতো মনে হয় নিয়মটা হওয়া উচিৎ উল্টো...

মানে?

মানে আপনাদের ইন্টারভ্যু নিব আগে আমরা... আমাদেরতো আগে বুঝতে হবে আপনারা আমাদের ছেলেকে পড়াতে পারবেন কিনা...

বিচক্ষন প্রিন্সিপ্যাল ট্যাপ!

এই হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদ । আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় । আমাদের দাদা ভাই । বহু গুনে গুণান্বিত রহস্যময় একজন মানুষ.. সেই যে শুরুর সেই দার্শনিকের বাক্যে বলতে হয় 'রহস্যকে পর্যবেক্ষন ও বিশ্বাস কর... অনুসন্ধান করোনা ... রহস্য এর সীমানা তুমি খুঁজে পাবে না ।' আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো তাই... অন্তত হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ জন্মদিন

হূমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা বের করছে সমকাল সে জন্য আমার উপর দায়িত্ব এসেছে পরিবারের পক্ষ থেকে একটা লেখা দিতে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি বেশ কিছু লেখা লিখে ফেলেছি তাকে নিয়ে ...নতুন করে আর কি লিখি? এবারের জন্ম দিনে, ঈদে... সে থাকতে পারছে না। অবশ্যই আমরা তাকে মিস করছি। এখন যেহেতু সবাই বড় হয়ে গেছি প্রত্যেক ভাইবোনের আলাদা আলাদা সংসার। আলাদা আলাদা থাকি বিশেষ অনুষ্ঠানে সব ভাইবোনেদের দেখা হয় এবার আর মনে হচ্ছে তা হবে না। এটা অবশ্যই একটা বেদনার ব্যাপার। তবে সেদিন স্কাইপ এর মাধ্যমে ল্যাপটপে তার সাথে কথা বললাম ও তাকে সরাসরি দেখলাম। আমেরিকায় তাদের বাসা দেখলাম আমরা। মা'ই প্রাণবন্ত কথা বলেছেন। তাকে দেখে একটু অবাক হলাম সামনের দিকের সব চুল পড়ে গেছে। তাকে অনেক ফর্সা লাগছে। সেটা তাকে বলেওছি

—দাদাভাই তোমাকে খুব ফর্সা লাগছে

—তাই? বলে সে হাসল। ক্লান্ত হাসি। তার ফর্সা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে (এই ফাকে সেটা বলে ফেলি)। তখন তার প্রথম বিয়ে হয়েছে। ভাবী খুবই ফর্সা হলিক্রসের ছাত্রী। তাকে রিকশায় করে কলেজে নামিয়ে সে ভার্সিটি চলে যায়, সে তখন ঢাকা ভার্সিটির কেমেস্ট্রির লেকচারার। তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের গাড়ী টাড়ি ছিল না। তো একদিন ভাবীর বান্ধবীরা তাকে দেখে ফেলল। একজন বলল—

—যে কালো লোকটা তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল সে কে?

—আমার বর। ভাবী বিরস মুখে বলে। তার মেজাজ খারাপ হয়েছে তাকে কালো বলায়। পরে বাসায় এসে বড় ভাইকে চার্জ করলো সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমিতো কালো...আমার বান্ধবীরা বলল...'

—আরে না আামি কালো না আমি শ্যামলা। কালোতো শাহীন (মানে আমি)

এটা নিয়ে অনেক হাসা-হাসি হয়েছে তখন।

সেই দাদাভাই এখন ফর্সা হয়ে গেছে। মাথায় চুল নেই...তাকে খুব ক্লান্ত শ্রান্ত মনে হল... তার একটা প্রিয় কবিতা আছে প্রায়ই সে আবৃত্তি করত ...

...ক্লান্ত চোখ ক্লান্ত চোখের পাতা
তারও চেয়ে ক্লান্ত আমার পা,
মাঝ উঠানে সাধের আসন পাতা
একটু বসি?
জবাব আসে... ' না... এখানে না'

তবে না, বেশী ক্ষন কথা বলা গেল না। মাঝখানে ঢুকে গেল তার পুত্র নিষাদ। তাকে যথেষ্ঠ উত্তেজিত মনে হল। আম্মা জিজ্ঞেস করল

—দাদা তুমি কেমন আছ ? সে উত্তেজিত ভাবে যা বলল সেটা হচ্ছে তার ছোট ভাই নিনিথ, যে সবে মাত্র দু পায়ে কোনমতে কিছু ধরে-টরে উঠে দাড়াতে শিখেছে, মুখে এখনো কথা ফুটে নি... সে নাকি তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে গুতো দিয়েছে... এবং এখন পর্যন্ত এর জন্য তাকে 'সরি্য' বলছে না।

তবে জানতে পারলাম দাদা ভাইকে শেষ পর্যন্ত সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হয়েছে। সে এখন 'নন স্মোকার'। এটা একটা ভাল খবর। তার যখন বাইপাস অপারেশন হল। দেশে ফিরে এসে সে দিব্যি সিগারেট খেতে শুরু করল।

একদিন তার বাসায় গিয়ে দেখি সে কাকে যেন বোঝাচ্ছে সিগারেটের উপকারিতা সম্পর্কে সিগাারেটের নিকোটিন যে শরীরের অনেক উপকারও করে থাকে তার উপর রসায়নের এ্যাঙ্গেলে ... জটিল এক লেকচার... অনেকেই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। আমি তার দু'দিন আগে সিরিয়াসলি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম ... তার লেকচার শুনে বাইরে এসে আবার পাঁচটা বেনসন কিনলাম।

এই হচ্ছে হূমায়ন আহমেদ আমাদের ভাইবোনদের 'দাদাভাই'। মায়ের 'বাচ্চু '... শহীদ পিতার 'কাজল'। আশা করছি সে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসবে। আমরা আবার এক সাথে তার জন্মদিন পালন করব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মদিনের প্রার্থনা

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ এবার তার জন্মদিনে দেশে থাকছে না। আগে জন্মদিনের দিনে ঢাকার আরেক প্রান্ত (পল্লবী) থেকে ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে গিয়ে একবেলা দেখা করে আসতাম এবার সে ঝামেলা নেই। খুশী হওয়ার কথা কিন্তু ঠিক খুশী হতে পারছি না। সে সুদূর আমেরিকায় কেমো নিচ্ছে। মানে বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে। কারণ জটিল ক্যান্সার তার শরীরে বাসা বেধেছে... আমরা সবাই জানি। মুশকিল হয়েছে আমার, সাংবাদিকরা ঘন ঘন আমাকে ফোন করছে

স্যারের আপগ্রেড কি?

আমি আপগ্রেড যতটুকু জানি বলি,

আপনার কি মনে হয় স্যার কি এবারের বই মেলায় এ্যাটেন্ড করতে পারবেন তো?

আরে না সে গেছে এক বছরের জন্য

বলেন কি ? তাহলে আগামী বছরের মেলা??

আরেক পত্রিকা থেকে ফোন-

হাবীব ভাই স্যারকে নিয়ে একটা লেখা দিতে হবে আমরা তার উপর একটা সংখ্যা করছি।

আচ্ছা দেখি...

হাবীব ভাই কমেডি টাইপ লেখা না কিন্তু... মানে একটু সিরিয়াস বুঝেন তো স্যারের ক্যান্সার...

কি বলেন? আমিতো আবার কমেডি ছাড়া লিখতে পারি না

ক্যান্সার নিয়ে কমেডি? ব্যাপারটা কি ভাল হবে??

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেক প্রকাশক বাংলা বাজার থেকে ফোন করল।

হ্যালো হাবীব ভাই? স্যারের ক্যান্সার নিয়েতো একেক পত্রিকায় একেক রকম লিখছে

লিখুক সমস্যা কি?

কিন্তু একটা ডকুমেন্ট থাকা দরকার না? আমি ভাবছি সব পত্রিকার নিউজ এর কাটিং নিয়ে একটা বই করে ফেলি কি বলেন? সম্পাদনা টাইপ। সম্পাদনায় আপনার নাম দিয়ে দিলাম।

কোন দরকার নেই। আমি তাকে থামাই।

তারপর আছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যন্ত্রনা। হটাৎ এক দুপুরে কোন চ্যানেলের ক্যামেরা নিয়ে এক মেয়ে এসে হাজির । আম্মার ইন্টারভ্যূ নিতে চায়। মা এসব একবারেই পছন্দ করেন না, অন্তত এই মুহূর্তে। মেয়ে নাছোরবান্দা মাকে বুঝালাম দিয়ে দেন ছোট খাট একটা ইন্টারভ্যূ... কষ্ট করে এসেছে।

সেই মেয়ে করল কি মার হাতে বড় ভাইয়ের একটা ছবি ধরিয়ে দিল। ছবিটাও আবার তার সেই বাইপাস অপারেশন করে আসার পর ছবি, সে হুইল চেয়ারে বসে আছে, ছবিটা আমাদের ঘর থেকেই সে খুলে নিয়েছিল। মেয়েটি মাকে বলল "খালাম্মা স্যারের ছবিটা ধরে থেকে কথা বলেন..."

কেন? মা বিরক্ত 'ছবি ধরে থাকতে হবে কেন?'

সারাদেশের লোক আপনার ছেলের জন্য কাঁদছে আর আপনি একটা ছবি ধরে থাকতে পারবেন না?

বাসায় এই প্যাকেজ নাটক যখন চলছিল। তখন অবশ্য আমি বাসায় ছিলাম না। পরে ফিরে এসে মার কাছে শুনে টুনে সেই চ্যানেলে ফোন করে চেচামেচি করে মার সাইন বোর্ড হওয়া বন্ধ করলাম। তারা বলল এই ছবি তারা প্রচার করবে না। তাতেও লাভ হয় নাই এক দুই সেকেন্ডের জন্য দেখা গেছে। মা বিলডোর্ডের মত তার পুত্রের ছবি হাতে দাড়িয়ে। আমি বুঝিনা এইসব মাথামোটা রিপোর্টাররা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ঢুকে কিভাবে? সামান্য রুচিবোধ নেই যাদের।

যাহোক এতো গেল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। এবার একটু আধ্যাত্মিক দিকে যাই। সারা সপ্তাহ কাজ টাজ করে এক শুক্রবারেই একটু দিবা নিদ্রা দেই। আরাম করি। সেই শুক্র বারে হঠাৎ এক সুদর্শনা ভদ্রমহিলা এসে হাজির সাথে তিন মৌলানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি ব্যাপার?

ব্যাপার বোঝা গেল একটু পরে তিনি হুমায়ূন আহমেদ কে নিয়ে একটি রোগমুক্তির খতম শেষ করেছেন তার দোয়া তিনি এই বাসায় আমার মাকে নিয়ে পড়তে চান। মাও খুশী তিনিও এসব নিয়েই আছেন। আগে তিনি টিভির সামনে বসে জি বাংলায় আশা পূর্ণা দেবীর সুবর্ণ লতা দেখার জন্য রিমোট টিপতেন

এখন জি বাংলা দেখা বন্ধ, জায়নামাজে বসে তজবি টিপছেন...একের পর এক খতম চলছে...

এভাবেই চলছিল। বড় ভাই সেই আমেরিকায় বসে পৃথিবীর সেরা ক্যান্সার হসপিটালে ক্যামো নিচ্ছে

আর দেশে আমাকে তার হয়ে নানা কাজে ড্যামো দিতে হচ্ছে...

আমরা পরিবারের সবাই এমনিতেই যথেষ্ট শক্ত নার্ভের। এটা হয়েছে হয়ত সেই উনিশশ একাত্তরের কারণে। সেই ভয়ঙ্কর সময় থেকে শুরু করে ... অনেক কাঠ- খড় ... তুষের আগুনে পুড়িয়ে আমাদের এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে। এই দীর্ঘ পরিভ্রমনের সবটাই খুব আমাদের ছিল না সবসময়। সেই কারণে বড় ভাইয়ের এই জীবন-মৃত্যুর লড়াই কে আমরা পর্যবেক্ষন করছি দৃঢ় মন-মানসিকতা নিয়ে ... দৃঢ় বিশ্বাস আছে সে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে... সেতো প্রায় মারাই গিয়েছিল, সেই একাত্তরে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানী মিলিটারীরা অসম্ভব অত্যাচার করেছিল। তারপর তার অলৌকিক ভাবে ফিরে আসা ... বেঁচে ফেরা। তার এই জন্মদিনে আমাদের একটাই প্রার্থনা ... সে একাত্তরের মত আবারো ফিরে আসবে... আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসবে, চেচিয়ে বলবে

'কে আছ আমাকে এক কাপ চা দাও...'

চা দেওয়া হবে সেই চা সে ছুঁয়েও দেখবে না। সিগারেট ধরাবে। সিগারেট টানতে টানতে বল পয়েন্টে ছোট ছোট করে লিখতে থাকবে... কোন কালজয়ি উপন্যাস...এইতো লেখক হুমায়ূন আহমেদ, রসায়নবিদ ডক্টর হুমায়ূন আহমেদ, পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ... আমাদের দাদাভাই হুমায়ূন আহমেদ...!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদাভাই

কি লিখব? বড় ভাই হুমায়ুন আহমেদ এর চলে যাওয়ার পর আর লিখতে পারছি না। সে লিখবে না আর আমি লিখব? যাকে দেখে দেখে লেখা শিখেছি ...সেই আর কখনো লিখবে না আর আমি লিখে যাব?

... তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল হুকুমের। মাঝে মধ্যেই অদ্ভুত সব হুকুম করে বসত। শেষ হুকুমটা করেছিল ক্যান্সার ধরা পড়ার আগে। তার ধানমন্ডি বাসা থেকে ফোন করে বলল ' একজন ডাক্তার নিয়ে আয়তো...!' আমি পড়লাম বিপদে সাত সকালে ডাক্তার কই পাই? তারপরও চেষ্টা চরিত্র করে এক তরুণ ডাক্তারকে নিয়ে হাজির হলাম।

দাদাভাই এই যে ডাক্তার এনেছি। তাকে আমরা ভাইবোনরা দাদাভাই বলে ডাকতাম। সে খালি গায়ে বসে লিখছিল কিছু, বলল

তুমি ডাক্তার?

জি। তরুণ ডাক্তার আত্মবিশ্বাস ভঙ্গিতে বলল। তার পরের প্রশ্ন—

কয়টা রোগী মারছ? তরুণ ডাক্তার প্রশ্ন শুনে হতভম্ব! ' নাকি এটা তোমার প্রফেশনাল সিক্রেট?' তার দ্বিতীয় প্রশ্ন

—না স্যার এখনো কোন রোগী মারতে পারিনি

যাহোক এই হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদ তার বেশীর ভাগ আলাপেই মৃত্যু বিষয়টা থাকত। একবার সে জেদ ধরল বাবার কবরটা একা একা পরে আছে সেই সুদূর পিরোজপুরের গোরস্থানে তাকে নুহাশ পল্লীতে নিয়ে আসবে। সব ঠিক ঠাক। তখন এক ঘনিষ্ট জন প্রশ্ন করল

স্যার তাহলে পিরোজপুরে আপনার বাবার খালি কবরটায় কি হবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় ভাই একটু ভাবল তারপর গম্ভীর হয়ে বলল 'টু-লেট ঝুলিয়ে দিলেই হবে!'

(পরে অবশ্য বড় বোনের আপত্তির কারনে বাবার কবর নুহাশ পল্লীতে আনা হয় নি। কারণ বাবার কবর আগেই একবার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বাবা শহীদ হওয়ার পর যেখানে কবর দেয়া হয়েছিল সেটা জোয়ারের পানিতে ডুবে যেত বলে তাকে স্বাধীনতার পর তুলে এনে পিরোজপুর গোরস্থানে কবর দেয়া হয়)

এই আমার বড় ভাই ড. হুমায়ূন আহমেদ। সব সময় মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে গেছে। আর শেষে সেই মৃত্যুই বড় ঠাট্টাটা করল তার সাথে।

বারডেমের হিম ঘরে যখন তাকে দেখতে গেলাম আমরা পরিবারের সবাই। তার কাফনের মুখটা খুলে তাকে দেখানো হল। তার মুখটা কেমন নীল হয়ে আছে... যেন তার সেই প্রিয় ফিনিক ফোটা জোসনা স্পর্শ করেছে জীবনের শেষ বেলায় এসে তার ক্লান্ত মুখে ... আহ কি কষ্ট! তার চোখ দুটো বন্ধ... সারা মুখে একটা ক্লান্ত ভাব... আমাদের পুরো পরিবার আর্তনাদ করে উঠল। আমার তখন একটা কবিতা মনে পড়ল ... এই কবিতাটা সে তার তরুণ বেলায় যখন তখন আবৃত্তি করত...

ক্লান্ত চোখ ক্লান্ত চোখের পাতা
তারও চেয়ে ক্লান্ত আমার পা
মাঝ উঠোনে সাধের আসন পাতা
একটু বসি?
জবাব আসে না এখানে না...

হ্যাঁ সত্যিইতো এখানে না ...এই হিম শীতল হীম ঘরে থাকলে চলবে না তাকে, তাকে যেতে হবে আরো দূরে তার প্রিয় নন্দন কানন নুহাশ পল্লীতে... কিংবা তার চাইতেও দূরে কোথাও ...অনন্ত নক্ষত্র বিথীতে...

*লেখাটি বনিক বার্তা 'র জন্য লেখা হয়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহান ফিহা

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ কখনো আমার বই পড়েনি বলেই আমার ধারণা। কারণ আমার লেখা নিয়ে তাকে কখনও কোন মন্তব্য করতে শুনিনি। আমিও আমার কোন বই তাকে কখনো পড়তে দেই নি, মেঝো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালকেও না। কারণ আমার একটু লজ্জাই লাগতো। ছোট ভাই বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও একটু বেশীই হতো। মেলায় বেশী বই বেরুলে বলতো 'শাহীনতো দেখছি বইয়ের ফ্যাক্টরী হয়ে উঠছে...' এই টাইপের (আমার বাসার নাম শাহীন)।

তো সেই বড় ভাই হঠাৎ একদিন আমাকে ফোন করল

এই শাহীন?

বল

তোর লেখা সমরেশ মজুমদার খুব পছন্দ করেছে... আচ্ছা রাখি। বলে ফোন রেখে দিল।

তার তরফ থেকে লেখা-লেখি নিয়ে সেই একবার মাত্র প্রশংসা বাক্য। তাও আরেকজনের মন্তব্য তার মুখে। তবে যেবার আমি কিউবার হাভানা কন্টেস্টে কার্টুনে পুরস্কার পেলাম তখন সে আমার পল্লবীর বাসায় এসে নগদ কিছু টাকা দিল খুশী হয়ে। আমার লেখালেখি আর কার্টুনে ঐ দুইবার তার প্রতিক্রিয়া... একবার ক্যাশ একবার কাইন্ড! আমার সেই ভাইটা আর নেই।

তার ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার খবরটা যখন পেলাম... সে বেশ চাছাছোলা ভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে ফোনে বলল-

—শোন লুকা-ছাপার কিছু নেই, ক্যান্সার ধরা পড়েছে দ্রুত ছড়াচ্ছে। আম্মাকে বল এখনি বল ... আর ভাইবোনদের বল দোয়া করতে... আচ্ছা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখি।

আমি মাকে বললাম। মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তার মৃত্যু সংবাদটাও আমি মাকে দিলাম... এই কঠিন কাজটাও আমাকেই করতে হয়েছে।

১৯ জুলাই। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম কার্টুনিস্ট কাজী আবুল কাসেম (দোঁপেয়াজা) এর মৃত্যু বার্ষিকী ছিল তাকে স্মরন করে একটা লেখা লিখেছিলাম বনিক বার্তায়, রাতে বাড়ি ফিরে সেটাই পড়ছিলাম (কে জানতো তারও মৃত্যু ঐ ১৯ জুলাই হবে)। এ সময় আমেরিকা থেকে মেঝো ভাবী (ইয়াসমিন হক) ফোন করলেন তিনি খুবই শক্ত ধাতের মানুষ। তখন রাত এগারটা বিশের মত বাজে ... তিনি ফোনে কাঁদতে কাঁদতে বললেন

—শাহীন আমরা দাদা ভাইকে ধরে রাখতে পারছি না ... তিনি চলে যাচ্ছেন... তার সব কিছু একে একে ফেইল করছে ...তার প্রেসার এখন চল্লিশ ... শাহীন এখন ত্রিশ... শাহীন এখন বিশ... শাহীন এখন দশ... ... ... শাহীন দাদা ভাই আর নেই। ওপাশে তার আর্তনাদ শুনলাম। ফোন কেটে গেল। আমি তারপরও ফোন কানে ধরে রইলাম, নিঃশব্দ ফোন। বোনরা ছুটে এসে ঘিরে ধরল

—কিরে? কি হল??

আমি ফিস ফিস করে বললাম 'দাদাভাই মারা গেছে...' কি অসম্ভব একটা বাক্য। মনে আছে ঠিক চল্লিশ বছর আগে আমার মেঝো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল আম্মাকে বলেছিল 'আম্মা আব্বাকে মিলিটারীরা গুলি করে মেরে ফেলেছে...!'

ঠিক সেইরকম আমি মাকে জরিয়ে ধরে বললাম... 'আম্মা দাদাভাই মারা গেছে...'

বহু বছর পর ...প্রায় চল্লিশ বছর পরই বলব আমাদের পুরো পরিবার এক সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল... আহ কি কষ্ট!

...তার পরের ঘটনা সবাই জানে। তাকে রাষ্ট্রিয় সন্মানে ঢাকায় আনা হল। আপামর জনগনের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে প্রথমে শহীদ মিনার তারপর জাতীয় ঈদগাহে জানাজা... সব শেষে নুহাশ পল্লীতে দাফন।

মাঝখানে তাকে আমরা পরিবারের সদস্যরা দেখতে গেলাম বারডেমের হিম ঘড়ে। কি আশ্চর্য একটা জায়গা। ঝকঝকে পরিস্কার। স্টেইনলেস স্টীলের একটা বিশাল ফ্রিজ। সশব্দে তার একটা ট্রে টেনে বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হল। সাদা কাফনে জরানো হুমায়ূন আহমেদ। ঠান্ডার একটা ধোয়াটে ভাপ বেরুল... তার মুখের কাপড় সরানো হল। নীল একটা মুখ ... ক্লিন সেভড ক্লান্ত চোখ দুটো বোজা... ভেজা চুলগুলো এলোমেলো... চারিদিকে তাকিয়ে আমার মনে হল এ যেন তার সেই 'তোমাদের জন্য ভালবাসা' উপন্যাসের একটা দৃশ্যে আমরা দাড়িয়ে আছি ... মহান ফিহা শুয়ে আছেন ঝকঝকে স্টেইন লেস স্টিলের একটা ট্রেতে নিথর... আহ্ এত কষ্ট ছিল এক জীবনে? আমার মা মহান ফিহার গালে গাল ঠেকিয়ে কেঁদে উঠলেন হু হু করে... আমি স্পর্শ করলাম, তার চুল গাল মুখ... আমার প্রিয় বড় ভাইটা প্রতিবাদহীন শুয়ে রইল... ছোট বেলায় তার মাথায় বিলি কেটে দিলে গল্প শোনাত... আমি বিলিকাটার মত তার ভেজা চুলে হাত রাখলাম...

... নুহাশ পল্লীতে তার কবরে আমি নেমেছি। আমার পাশে নুহাশ ... আমরা অপেক্ষা করছি। তাকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এ যেন তার বিখ্যাত উপন্যাস নন্দিত নরকের মন্টুর জন্য অপেক্ষা করা। আমরা তাকেই শুইয়ে দিব মাটিতে যেখানে সে নিঃসহায় হয়ে থাকবে একা। উপরে তাকিয়ে দেখি পুলিশ র‍্যাব আর বর্ডার গার্ড এর একটা জটিল বেস্টনী তার উপরে শত শত ক্যামেরা... সবাই অপেক্ষায় তাকে আনা হবে... এখনি আনা হবে। আনা হল। কফিন থেকে বের করা হল...ডাক্তার এজাজ কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের দিকটা আমার দিকে তুলে দিয়ে বলল 'শাহীন ভাই স্যারকে ধরেন... ' আমরা তাকে ধরে নামালাম গহিন কবরে হালকা নরম একটা শরীর। শুইয়ে দিলাম তার শেষ শয্যায়। আমি তখন বসে পরে তার পা হাত সব ধরে ধরে দেখছিলাম। সবই কাফনের কাপড়ে ঢাকা। তারপরও ধরছিলাম তার চেনা হাত পাগুলো এখন কত অচেনা। একটা জিনিষ খেয়াল করলাম তার ডান পাটা হাটুর কাছে একটু ভাজ করা। মৃত্যুর পর ঠিক এরকমটাই ছিল আবার বাবারও ভাইয়ার মুখে শুনেছিলাম। কেন এই মিল?

সে অলৌকিক বিষয়গুলো খুব পছন্দ করত। আর তখনই যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখি আমার পিছনে কবরের কোনায় দুটো জিনিষ পড়ে আছে। একটু আগেও এ দুটো ছিল না। আমি কিছু না ভেবেই জিনিষ দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার পথে গাড়ীতে বসে জিনিষ দুটো পকেট থেকে বের করলাম। একটা ছোট্ট কার্ড সুতো বাধা ট্যাগের মত তার উপরে ইংরেজীতে লেখা আহমেদ হুমায়ূন, নিচে ডাক্তারের নাম হাসপাতালের নাম একটা সিরিয়াল নাম্বার আর তারও নিচে ছোট্ট করে লেখা 'এটাচড টু টো' তার মানে এই ট্যাগটা তার বুড়ো আঙুলে বাধা ছিল আর ছিল একটা প্লাসটিকের ব্যান্ড। সেটাও নিশ্চয়ই পায়ে রিং এর মত পড়ানো ছিল। কিন্তু খুলে গেল কিভাবে? নিউইয়র্কে তাকে ধোয়ানোর সময় খুলে যেতে পারে কিন্তু কাফনের ভিতরই থাকার কথা বাইরে এল কি ভাবে? বাইরে এলই যদি আমার হাতে কেন পড়ল? তবে কি তার শেষ চিহ্নটা আমাকেই দিয়ে গেল আমার প্রিয় বড় ভাইটা ?

অনেক আগে থেকেই আমার মানিব্যাগে সবসময় একটু মাটি রাখতাম, শহীদ বাবার কবরের মাটি। আর এখন আছে বড় ভাইয়ের ট্যাগটা। দুটো জিনিষ সঙ্গে নিয়েই ঘুরি ... কেন আমি নিজেই জানি না।

•

মহান চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস একবার তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন—আজ আমি তোমাদের একটা কৌতুক বলব। শিষ্যরা সবাই হতভম্ব। কারণ চিনা দার্শনিকরা তখন মনে করত হাস্য-কৌতুক এসব মূর্খদের কাজ। জ্ঞানীদের নয়। শিষ্যরা কিছু বলল না। কনফুসিয়াস কৌতুকটি বললেন সবাই হাসল তার কৌতুক শুনে। কনফুসিয়াস দ্বিতীয়বারও ঐ একই কৌতুক বললেন... এবার কেউ হাসলো না, তৃতীয়বারও তিনি ঐ একই কৌতুক বললেন এবারও কেউ হাসল না। তখন কনফুসিয়াস বললেন— 'আমরা একটা হাসির ঘটনায় একবারই হাসি কিন্তু একটা দুঃখের ঘটনায় কেন বার বার কাঁদব?

হে মহান কনফুসিয়াস... ক্ষমা করবেন ... আমাদের পুরো পরিবারকে বার বার কাঁদতে হচ্ছে... একটি দুঃখের ঘটনা আমাদের বার বার চোখের পানি ফেলতে বাধ্য করছে ... কে জানে হয়ত একদিন সময় বদলে দেবে সব কিছু ...

যে জীবন দোয়েলের ফড়িঙের ... মানুষের সাথে তার হয় নিক দেখা.... !

(জীবনানন্দের এই লাইনটা বড় ভাই সব সময় ব্যবহার করত... এবার আমি করলাম তার জন্য...)

এই লেখাটি প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

কোথাও কেউ নেই

আমাদের ছোট বেলায় ঈদগুলো ছিল অসাধারন। প্রতি ঈদের দিন সন্ধ্যায় বাড়ির বারান্দায় স্টেজ বানিয়ে অনুষ্ঠান হত। সেই অনুষ্ঠানে থাকত নাচ গান নাটক ম্যাজিক আর কমিক। আর এসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আমাদের সবার দাদাভাই। মানে হূমায়ূন আহমেদ। পাড়ার সবই সেখানে অংশ গ্রহণ করত। ঈদের অনেক আগে থেকেই শুরু হত এর রিহার্সেল। কাজেই ঈদ আনন্দের উত্তেজনা শুরু হতো ঈদের এক সপ্তাহ আগে থেকেই। এখন যেমন টিভি চ্যানেল গুলোতে বলা হয় ঈদের দিন থেকে শুরু করে টানা সাত দিন ব্যাপি বর্নাড্য ঈদ আয়োজন ... অনেকটা সেরকম তবে আমাদেরটা হতো ঈদের আগের সাত দিন থেকে টানা বর্নাড্য ঈদ আয়োজন। এতে ছোটরা যেমন অংশ গ্রহণ করত বড়রাও করত সমান তালে।

আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে তার সৌজন্যে চমৎকার একটা শৈশব পার করেছি। শুধু আমি কেন আমার বয়েসি পাড়ার সবাই তাকে মনে রেখেছে। তার মৃত্যুর পর সবাই আমাদের বাসায় এসে হাজির হয়েছে। নষ্টালজিক সেই সব নাটক আর অনুষ্ঠানের কুষিলবরা। সবাই অশ্রু ফেলেছে। যে আনন্দ সে দিয়ে গিয়েছে সেগুলোই কি এখন অশ্রু হয়ে নেমে আসছে ?

আমি একবার মাত্র তাকে কাঁদতে দেখেছি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমরা তখন পিরোজপুরের এক গ্রামে পলাতক জীবন যাপন করছি বাবা নিখোঁজ। হটাৎ খবর এল বাবাকে মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। আমি তখন তার পাশে দাড়িয়ে। সে শান্ত হয়ে খবরটা শুনলো। এলাকার বয়স্ক লোকজন তাকে ধরে একটা মসজিদে নিয়ে গেল সঙ্গে মেঝো ভাই আর এক মামা। উদ্দেশ্য সদ্য শহীদ বাবার জন্য একটু দোয়া-দরুদ পড়া হোক বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদ্য প্রয়াত আত্মার জন্য। অজ-পাড়া গায়ের ছোট্ট ছাপড়া একটা মসজিদে বসে আছি আমরা কয়েকজন হটাৎ বড় ভাই কাঁদতে শুরু করল... হু হু করে। আমি তখন ফাইভ সিক্সের ছাত্র বাবার মৃত্যু সংবাদটা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু বড় ভাইকে ওভাবে কাঁদতে দেখে আশ্চর্য হলাম। আমার প্রাণবন্ত হাসি খুশি ভাইটা কাঁদছে। যার মাথায় বিলি কাটলে অসাধারন সব মজার গল্প বলে... যে হটাৎ মধ্য রাতে সবাইকে জাগিয়ে বিখ্যাত সব কবিতা আবৃত্তি করে... যে হটাৎ হটাৎ কোন ভাল বই পেলে সবাইকে ডেকে নিয়ে পড়ে শোনায়... আর আমরা অবাক হয়ে শুনি... সেই ভাই এখন মাথা নিচু করে হু হু করে কাঁদছে! চল্লিশ বছর আগের সেই স্মৃতি ... এখনও কি স্পষ্ট ভাসে চোখের সামনে।

সে চলে গেছে, এখন তার সেই কান্না রেখে গেছে যেন আমাদের জন্য। তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের পরিবারের সব আনন্দ এখন সেই আনন্দের মানুষটা নেই। সব আনন্দ এখন অশ্রু হয়ে ঝরছে...!

সেদিন এক টিভি চ্যানেল থেকে আমাকে ফোন করল

—হাবীব ভাই একটু আসতে চাই আপনার বাসায়। আমি বলি

—কেন?

—একটু কথা বলব

—কি বিষয়ে?

—স্যারকে ছাড়া আপনারা কিভাবে ঈদ করবেন সেটা একটু জানতে চাই।

AMARBOI.COM

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তার কথায়। এটা একটা জানার বিষয়? তাকে ছাড়া আমাদের ঈদটা হবে কিভাবে? ... অনেক আগে ঈদের আগের দিন আমাদের সব ভাই বোনরা চলে আসত আমার পল্লবীর বাসায়। মা যেহেতু আমার সঙ্গে থাকেন তাই মার কড়া নির্দেশ তার সঙ্গে সবাইকে ঈদ করতে হবে। সবাই চলে আসত। আমরা তিন ভাই যেতাম এক সঙ্গে ঈদের নামাজে। ফিরে এসে ভাইবোন তাদের ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে কত আনন্দ, রাতে সে একটা লটারীর আয়োজন করত...সেই লটারীর পুরস্কার পাওয়া নিয়ে ছোট বড় সবারই কি উত্তেজনা!

পরে অবশ্য সিনারিওটা একটু বদলে গেল। ঈদের আগের দিন মা চলে যেত বড় ভাইয়ের বাসায়। সকালে উঠে আমি যেতাম তার বাসায়। মাকে সালাম করে তার সঙ্গে বসে নাস্তা করতাম। তারপর চলে আসতাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বাসায়। এখনতো সেই আনন্দটাও নেই। কোন আনন্দই নেই। কোন ঈদ সংখ্যায় তার লেখা নেই। তার সরাসরি পরিচালিত কোন নাটক নেই। সে নেই কোন খানে... সে নেই মানে যেন এখন আর 'কোথাও কেউ নেই!'

তারপরও বাংলাদেশের আকাশে পূর্নিমার চাঁদ উঠবে, হলুদ পাঞ্জাবীর হিমুরা বের হবে চন্দ্র অবগাহনে। ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামবে কোন শ্রাবনের ব্যাকুল সন্ধ্যায়... উথাল পাথাল হাওয়ায় পত পত করে জানালার পর্দা উড়বে পতাকার মত... সেন্টমার্টিনের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়বে তার 'সমুদ্র বিলাসের' আঙিনায়... শুধু এগুলো নিয়ে লেখার কেউ একজন থাকবে না ... সে শুয়ে থাকবে নিঃসহায় একা নুহাশ পল্লীতে...হয়ত তার প্রিয় বৃক্ষরা তার সঙ্গি হবে, ঘিরে থাকবে তাকে!

AMARBOI.COM

*লেখাটি সমকালের জন্য লেখা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ বেদনার ঈদ

মানুষ এই পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্টে থাকে যে সে নিজেই তাই আবিস্কার করেছে নানা রকম উৎসবের, পালা পার্বনের। কথাটা আমার না, এক বিখ্যাত দার্শনিকের। মানুষের এই সামাজিক উৎসবের আবিস্কার নাকি বিজ্ঞানীদের মহান সব আবিস্কারের চেয়েও অনেক বড় আবিস্কার। ঈদ কি সেই রকম একটি উৎসব?

আনন্দ ভাগা-ভাগি করলে আনন্দ দ্বিগুন হয়। আর ঈদের আনন্দতো আমরা সবাই মিলেই ভাগাভাগি করি আর তাই সেই আনন্দ দ্বিগুন তিনগুন চতুরগুন হয়ে আসে আমাদের কাছে প্রতি বছর।

কিন্তু আনন্দের আসল মানুষটাই যদি না থাকে তাহলে একটা পরিবারের আনন্দ বহুগুনে বেড়ে উঠবে কিভাবে? সেই রকম একটা মানুষকে খুব মিস করছি আমরা এবার ঈদে। যে এবার কোন ঈদ সংখ্যায় লিখে নি। যে কোন চ্যানেলে নিজের নাটক পরিচালনা করেনি। যে তার দুই শিশুপুত্র নিষাদ নিনিথকে নিয়ে এবার ধানমন্ডির কোন মসজিদে ঈদের জামাত পড়তে যাবে না।

AMARBOI.COM

সেই মানুষটা কখনো টিভির কোন সাক্ষাৎকারে যেত না। একবার শুধু একটা ঈদের অণুষ্ঠানে গিয়েছিল সম্ভবত সেটা আনিসুল হকের (উপস্থাপক) কোন ঈদ আনন্দানুষ্ঠান ছিল বলেই ... সেখানে সে তার ছেলেবেলার ঈদের স্মৃতি-চারন করতে গিয়ে একটা ঘটনা বলে ছিল...

'... বাবা ঈদে তার মেয়েদের জন্য ফ্রক কিনে এনেছেন। কিন্তু ছেলে হুমায়ূনের জন্য কিছু আনেন নি। সেই বাবা ধনী ছিল না বলেই সম্ভব হয় নি সবার জন্য কেনা, তাছাড়া তার আবার, তার মেয়েদের প্রতি একটু বেশী পক্ষপাতিত্বত্ত ছিল। কিন্তু ছেলের মন খারাপ দেখে ঈদের আগের দিন রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার বেরুলেন। এবং একটা লাল ঈদের শার্টের কাপড় কিনে ফিরলেন। কাপড় কেনা হয়েছে বটে কিন্তু শার্ট বানানো তখন আর সম্ভব ছিল না। তাতে কি? ছোট্ট কাজল সেই লাল শার্ট এর কাপড় কাধে ফেলে বেড়িয়ে পড়ল সেই রাতেই বন্ধুদের দেখাতে যে তারও ঈদের কাপড় আছে। আহা শিশুরা কতইনা অবুজ... '

আমার বাবা মাত্র ৫০ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন ... তার পুত্রের ভাষায় 'ফিনিক ফোটা জোসনায় বলেশ্বরী নদীতে তার লাশ ভেসে গিয়েছিল সেই ১৯৭১ এর মে মাসের এক রাতে ...' সেই বাবা নিশ্চয়ই এখন সব দেখছেন! কে জানে তিনি হয়ত তার কাজলকে নিয়ে ভাবছেন ... 'তুই লাল শার্ট এর কাপড় ফেলে এখন সাদা কাফনে মুড়ে শুয়ে আছিস কেন বোকা? ... ফিনিক ফোটা জোসনা... উথাল পাতাল হাওয়া... শ্রাবনের ঝড় ঝড় বৃষ্টি এসব তাহলে আর কে দেখবে? ' ... হায় মানব জীবন এত ছোট কেনে? সে বলত কচ্ছপ হাজার বছর বাঁচে আর মানুষ কেন এত কম বাঁচবে? .... আর কি আশ্চর্য ! ...আমার পল্লবীর বাসার বাইরে একটা বড় এ্যাকুরিয়াম আছে সেখানে দুটো কচ্ছপ ছিল। তারা তার মৃত্যুর দুদিন পর ২১ জুলাই মারা গেল কোন কারণ ছারাই চুপচাপ... কেন?? সবাই বলে কাকতলিয় ব্যাপার এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিই একটা পরম্পরা কাকতলিয় ঘটনা বিশেষ, ('কোইনসিডেন্টাল ইউনিভার্স')... হয়ত তাই হবে !

সেদিন এক রিপোর্টার আমার মায়ের কাছে এসে জানতে চাইল, শোকাতুর হুমায়ূন ভক্তদের কাছে তার বলার কিছু আছে কিনা? আমার শোকাহত মা কিছুই বললেন না আমি মায়ের হয়ে বললাম ' হুমায়ূন আহমেদ একজন আনন্দ প্রিয় মানুষ ছিলেন সব আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করতেন... সে যেই হোকনা কেন... কাজেই ঈদের আনন্দ তার জন্য থেমে থাকবে কেন? তার হিমুরা শুভ্ররা তার মিসির আলী... সবাই আনন্দ ভাগা-ভাগি করে ঈদের আনন্দকে শতসহস্রগুনে বাড়িয়ে নিবে। তাকে সবার আনন্দের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। রবার্ট ফ্রস্টের কবিতায় সে নিজেই বলত ... 'মাইলস টু গো বিফর আই স্লিপ... '

হ্যাঁ ...তাকে নিয়েই আমরা এগুব, এগুতে হবে কারণ আমরা জানি এমন কোন রাত নেই যার ভোর হবে না , এমন কোন দুঃখ নেই যা একদিন ফিকে হয়ে আসবে না...!

---

*লেখাটি বনিক বার্তা 'র বিশেষ ঈদ আয়োজনের জন্য লেখা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীডার

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের মত খেয়ালী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। নিজের ইচ্ছের বাইরে সে কখনই কিছু করে নি। একবার সে আমেরিকা যাচ্ছে কোন একটা বই মেলায়। হঠাৎ আমাকে ফোন দিল—

—এই তোর পাসপোর্ট আছে না?

—আছে বোধহয়। ভিতরে ভিতরে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। এরপর সে কি বলতে পারে। ওপাশ থেকে বলল 'বোধহয় আবার কি? খুঁজে বের করে জলদি জানা। তুই আমার সাথে আমেরিকা যাবি।' আমারতো কলিজা উড়ে গেল। দু'টা কারণে কলিজা উড়ে গেল। এক আমার প্রবল বিদেশ ভীতি (মতান্তরে প্লেন ভীতিও বলা যায়) আছে। দুই তার সাথে একা একা আমেরিকা যাওয়া মানে ধমক খেতে খেতে যেতে হবে। ধমক খাওয়ার সঙ্গত কারণও আছে কারণ আমার পাসপোর্টে সাদা কালো ছবি। সে পাসপোর্টে সাদা কালো ছবি দেখলে ভয়ানক রেগে যায়।

যাহোক পরদিন ভয়ে ভয়ে ফোন করে জানালাম

—ইয়ে দাদাভাই পাসপোর্ট খুঁজে পাচ্ছি না (মিথ্যা কথা)। চোখ কান বুজে ওপাশ থেকে একটা প্রবল ধমক খাওয়ার জন্য প্রস্তুতী নিলাম। কিন্তু না ধমক দিল না তবে প্রচন্ড বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ফোন রেখে দিল। সে যাত্রায় আমার আর আমেরিকা যাওয়া হল না। আর কি আশ্চর্য দু'দিন পরে শুনি সেও যাচ্ছে না। তার নাকি আর ভাল লাগছে না। ওদিকে আমেরিকার আয়োজকদের মাথায় হাত। এরকম তার খেয়ালী আচরনের কারণে সে অনেকের মাথায় বহুবার হাত দিতে বাধ্য করেছে।

এরকম আরেকবার কোথায় যেন সে দাওয়াত গ্রহন করেছে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হটাৎ তার আর যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না । সে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেছে কিছু লিখতে আমাকে ডেকে বলল ' যাতো ওদের গিয়ে বল আমার শরীর খারাপ যেতে পারছি না ...তুই ম্যানেজ কর ।'

আমি ম্যানেজ করতে ছুটলাম । আয়োজকরা যখন শুনলো সে আসবে না যথারীতি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল । আমিও সমবেদনা জানাতে তাদের পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম । দেশের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসা তবু সহ্য হয় কিন্তু বিদেশের মাটিতে মাথায় হাত দিয়ে বসা ... বোধহয় সহ্য করা একটু মূশকিল । তবে সে আবার পরে কিভাবে কিভাবে যেন মাথায় হাত দেওয়া আয়োজকদের নিজেই ম্যানেজ করত । তখন তারাও তার না যাওয়ার মধ্যে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেত ।

তবে যে দু' বার বিদেশ গিয়েছি সেটা তার কল্যানেই গিয়েছি । আমরা পরিবারের সবাই মিলে । প্রচুর আনন্দ হয়েছে দুবারই । সেই স্মৃতি ভোলার নয় । সেখানে র‍্যাফটিং থেকে শুরু করে যত ধরনের এ্যাডভেঞ্চার করা যায় সবই করেছি আমরা । এবং সব এ্যাডভেঞ্চারের লিডার সে ।

এক সময় সে ছিল আমাদের সকল আনন্দের লিডার আর এখন সে আমাদের সমস্ত বেদনার লিডার ... সেই লিডারের ছবির নিচে এখন ছোট্ট করে লিখা থাকে '১৯৪৮- ২০১২' আমি এখনো আশ্চর্য হয়ে ২০১২ সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে থাকি... । এমন প্রপঞ্চক একটা সংখ্যা? ... এত নিষ্ঠুর??

মনে আছে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে স্বাধীনতার পর পর আমরা সবাই লঞ্চে করে পিরোজপুর যাচ্ছিলাম । শহীদ বাবার কবর দেখতে । লঞ্চের কেবিনে সবাই বসে আছি বড় ভাইয়ের খবর নেই । সে আসছে না । লঞ্চ ছাড়ে ছাড়ে অবস্থা হটাৎ তাকে দেখা গেল । তার হাতে একটা বড় বাক্স । লঞ্চের কেবিনে বসে সেই বাক্স খোলা হল । সবাই দেখলাম শ্বেত পাথরের একটা সমাধী ফলক । তাতে লিখা-

শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ , এসডিপিও, পিরোজপুর , সাহিত্য সূধাকর । তার নিচে লিখা ' নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ যে তুমি নয়নে নয়নে...' আমার মা-বোনরা শ্বেতপাথরে হাত রেখে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল... । লঞ্চ তখন ভো বাজিয়ে চলছে পিরোজপুরের দিকে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

না বড় ভাইয়ের কবরে কোন শ্বেত ফলক এখনো বসানো হয় নি। হয়ত একদিন বসানো হবে, সেখানে কি লিখা হবে আমি জানি না। এসবতো সেই ঠিক করে দিত। তার জন্যই আমরা অপেক্ষা করব... কারণ মরে যাওয়াটাই যে জীবনের শেষ কথা নয়, তারপরও বেঁচে থাকা সম্ভব ... মৃত্যুহীনদের কাছেই যে একমাত্র মহান মৃত্যু আসে।

AMARBOI.COM

লেখাটি অন্যদিনের জন্য লেখা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদুকর

আমরা তখন কুমিল্লায় ঠাকুর পাড়ায় থাকি। বাবা কুমিল্লার পুলিশের ডিএসপি। একদিন দুপুরে দেখি বাবা একটা টিভি নিয়ে এলেন। আমি হতভম্ব। আমরা টিভি কিনেছি?? অসম্ভব ব্যাপার! তখন টিভি হচ্ছে অন্যরকম একটা ব্যাপার। সারা ঠাকুরপাড়ায় একটা টিভি আছে কিনা সন্দেহ। টিভি তখন দোকানে একটা দু'টা দেখা যেত কি যেত না। সেই টিভির মালিক আমরা? টিভি ড্রইংরুমে সেট করা হল, সাদা-কালো টিভি। পাড়ার সব ছেলে মেয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত। একটু পড়ে অবশ্য বিষয়টা জানতে পারলাম। আজ টিভিতে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। সেটা আমরা সবাই মিলে দেখব। আর তাই এরকম একটা মূল্যবান জিনিষ বাবা কিনেন নি, কোথাও থেকে ধার করে এনেছেন ঘন্টাখানেকের জন্য। কি অনুষ্ঠান আমি তখনও জানি না। পাঁচটার দিকে টিভি খোলা হল। বাসার ড্রইংরুমে তখন আশে পাশের যত শত বাচ্চা কাচ্চা বসে গেছে। সবার কাছে টিভি ব্যাপারটাই তখন বিস্ময়। বাবা মা ভাইবোন যারা ছিল সবাই এসে বসল টিভির সামনে। টিভিতে ঘোষনা হল এখন শুরু হবে ম্যাজিক শো ম্যাজিক দেখাবে ...হুমায়ূন আহমেদ। ঘোষনা শোনা মাত্র সবার মধ্যে হুল্লোর উঠল। 'দাদো ভাই...! দাদো ভাই...!!' আমরা বড় ভাইকে দাদাভাই ডাকি আর পাড়ার ছেলে-মেয়েরা ডাকে দাদো ভাই... কেন কে জানে!

ব্যাস শুরু হয়ে গেল হুমায়ূন আহমেদের ম্যাজিক শো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমরা দেখছি আজব সব কান্ডকারখানা। অনেকগুলো বিস্ময় কাজ করছিল এক নম্বর বিস্ময় নিজেদের বড় ভাইকে টিভির ঐ আশ্চর্য স্ক্রীনে দেখা দুই নম্বর বিস্ময় তার ম্যাজিক...তিন নম্বর বিস্ময় নিজের বাসায় বসে টিভি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা...' আনন্দের বিষয়গুলো খুব বেশীক্ষন স্থায়ী হয় না। এক সময় ম্যাজিক শো শেষ হয়ে গেল।

কিছুক্ষনের মধ্যে টিভির লোক জন চলে এল তারপর টিভি প্যাক করে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আর আমরা ছোটরা তখন মিটিং এ বসে গেছি ম্যাজিকগুলো নিয়ে। আমার মা চিন্তিত হয়ে গেলেন তার অসম্ভব ভাল ছাত্র বড় ছেলেটি ঢাকায় বসে পড়াশুনা ফেলে এসব করছে? তবে বাবা মহা খুশী...ছেলে'র প্রতিভায়। তখন অবশ্য বড় ভাই বাসায় ছিল না, ঢাকায়। ঢাকা কলেজের তুখোর ছাত্র। ... এই হচ্ছে আমাদের বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ, না... সে শেষ পর্যন্ত বড় ম্যাজিশিয়ান হয় নি। হয়েছে বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য যাদুকর। তার মাত্র ৬৪ বছরের জীবনে সবাইকে সে নানান যাদু দিয়ে মুগ্ধ করে রেখেছিল... এখনও অবাক হয়ে ভাবি সে সত্যিই কি আমার বড় ভাই ছিল? কত না স্মৃতি তাকে নিয়ে...সব লিখতে বসলে সাত রং-এর সব পৃষ্ঠা ভরে যাবে। বরং একটা ছোট্ট স্মৃতি শেয়ার করলাম সাতরংয়ের ছোট্ট পাঠকদের সঙ্গে। (তোমরা বড় হয়ে তার বই পড়বে তার নাটক দেখবে সিনেমা দেখবে...তখন তোমরাই বিচার করবে সে কেমন যাদুকর ছিল!)

AMARBOI.COM

লেখাটি ব্র্যাক এর সাত রং পত্রিকার জন্য লিখা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের ঘড়ি

হুমায়ুন আহমেদ যার আরেক নাম ছিল কাজল। সেই কাজল ছোট বেলায় খুব দুষ্টু ছিল ঘরে বাইরে তার দুষ্টমীতে আমার মা অতিষ্ট থাকতেন। সে মাকে মোটেও ভয় পেত না, ভয় পেত বাবাকে তবে বাবা কখনো তাকে শাসন করতেন না। তার দুষ্টুমির একটা হচ্ছে তাকে কোন খেলনা কিনে দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন খালি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত তারপর সেই খেলনাটা খুলে ফেলত ভিতরের কল-কবজা না দেখা পর্যন্ত তার যেন শান্তি নেই। পড়াশুনায়ও তার মোটেও মন ছিল না। কিন্তু হটাৎ করে সে কিভাবে ভাল ছাত্র হয়ে উঠল? এর পিছনে একটা গল্প আছে। (গল্পটা অবশ্য সে নিজেও তার ছেলেবেলায় লিখেছে। তবে আমি মার কাছ থেকে শুনে তার শেষটা লিখলাম) তার এক বন্ধু ছিল মাথা মোটা শংকর। সেই শংকর একদিন এসে তাকে বলল তার বাবা বলেছে সে এবার পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তার বাবা নাকি তাকে একটা ফুটবল কিনে দিবে। তখন হুমায়ূন আহমেদ মানে কাজল শংকরকে পড়াশুনা করানোর মিশন নিল। দুজনে মিলে পড়ে। মাঝে মাঝে এমনও হত শংকরের মা রাতে হারিকেন নিয়ে এসেছে তার ছেলের খোঁজে । ছেলে কি করে? ছেলেতো পড়াশুনা করছে কাজলের সাথে। শুনে খুশী মনে শংকরের মা ফিরে যেত।

তারপর একদিন পরীক্ষা হল। রেজাল্টও বের হল। কাজল মন খারাপ করে ফিরে এল। মার ভাষায় তার মুখ কালো। মা জিজ্ঞেস করল

কিরে খবর কি?

শংকর ফেল করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তুই ?

আমি ফার্স্ট হয়েছি... বিরস মুখে বলে কাজল ।

তার ফার্স্ট হওয়ার চেয়ে শংকরের পাশ করাটা যে জরুরী ছিল । ফুটবলটা যে হল না । সেই হুমায়ূন আহমেদ এর ভাল ছাত্র হয়ে উঠা ।

ভাল ছাত্র হয়ে উঠলেও তার খেলনা ভাঙা কিন্তু চলছিলই । কোন খেলনা ঘরে এলেই সে গোপনে সেটা খুলে দেখত । সে খেলনা তারই হোক কি অন্য ভাইবোনদেরই হোক । খেলনা যে খুব ঘন ঘন আসত তাও না মাসে দু' মাসে হটাৎ কোন একটা খেলনা এলেই হল ।

তো একদিন বাবা মার জন্য একটা ঘড়ি কিনে আনলেন । হাত ঘড়ি । মা খুব খুশী । কিন্তু কি আশ্চর্য এত ভাল একটা ঘড়ি একদিন পর নষ্ট হয়ে গেল । মা মন খারাপ করলেন, বাবাও । কিন্তু কি আর করা । বহু বছর পর, সেদিন মা ঘটনাটা বললেন ... এই বছর দুয়েক আগে ও আমেরিকা থেকে মা'র জন্য সেই হুবহু নষ্ট ঘড়িটা কিনে এনেছে । ও বলেছে ছোট বেলায় সেই নাকি গোপনে ঘড়িটা খুলে দেখতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে । তার ভিতর হয়ত সেই ছোট্ট বেলা থেকেই গোপন একটা অপরাধ বোধ ছিল তাই যতবারই সে বিদেশ গিয়েছে মার ঐ ঘড়িটা খুঁজেছে । এই বছর দু'য়েক আগে সে সেই হুবহু ঘড়িটা খুঁজে পেয়ে মার জন্য নিয়ে এসেছে । মাতো সব জেনে অবাক ।

কে জানে কাজল অবেলায় মাকে রেখে চলে যাবে বলেই হয়ত মার ঘড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল । সেই ঘড়ি মা পরেন না, গভীর ভালবাসায় যত্ন করে তুলে রেখেছেন । টিক টিক করে চলছে সেই ঘড়িটি, কাজলের কিনে দেওয়া ঘড়ি... ।

** লেখাটা টইটম্বুরের জন্য লেখা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার জন্মদিনে...

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন চলে এসেছে। তার ৬৪ তম জন্ম দিন। এই জন্ম দিনে সে নেই। আগের জন্মদিনেও সে ছিল না, ছিল আমেরিকায় তারপরও সে ছিল। এবার সে একেবারেই নেই। সেই যে সম্ভবত এমারসনের একটা বিখ্যাত বানী শুনেছিলাম ... " জন্মদিনে তোমার আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ মনে রেখ তুমি মৃত্যুর দিকে আরো একটি বছর এগিয়ে গেলে...!" তাহলে তার বেলায় এসে এই মহান বাক্যের কি ব্যাখ্যা? সেকি মৃত্যুর ভিতর থেকেই মৃত্যুর দিকে আরও এক বছর এগিয়ে গেল?

ড্রিম... ইনসাইড ড্রিম?? নাকি তার সেই 'অন্যভূবনে' সে আনন্দ যাত্রায় আরো একটি বছর এগিয়ে গেল? কে জানে!

থাক... বরং জন্মদিনে তাকে নিয়ে কিছু মজার গল্প করি—

AMARBOI.COM

গল্প নম্বর এক

গভীর রাতে হূমায়ূন আহমেদকে এক বিখ্যাত অভিনেতা ফোন করল। এত রাতে ফোন পেয়ে হুমায়ূন আহমেদ কিঞ্চিৎ বিরক্ত!

হূমায়ূন ভাই আমার অবস্থা খুব খারাপ

কেন কি হয়েছে?

পেটে প্রচুর গ্যাস হয়েছে !

পেটে গ্যাস হয়েছেতো আমাকে কেন তিতাস গ্যাসকে ফোন দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প নম্বর দুই

তার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। সিলেট থেকে এক প্রস্তাব এসেছে। মেয়ে পক্ষ দুটি সাদা কালো ছবি পাঠিয়েছে (তখন অবশ্য রঙিন ছবির যুগ ছিল না) একটি দাড়ানো আর একটি বসা অবস্থায়, মেয়ে অত সুন্দরী না। ভাইবোনরা সবাই ছবি দেখে না না মন্তব্য করছে। এবং সবাই একমত হল যে বসা ছবিটাতে পাত্রীকে বেশী সুন্দরী মনে হচ্ছে...!' বড় ভাই বিরস মুখে বলল 'কি আর করা বিয়ের পর না হয় তোদের ভাবিকে সব সময় বসিয়ে বসিয়ে রাখবি...!'

গল্প নম্বর তিন

এই গল্পটা বিশ্বদ্যিালয়ের তার এক কলিগের কাছ থেকে শুনেছি কিছুদিন আগে। সে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ছিল, তখনকার ঘটনা। একদিন ল্যাব ক্লাশে তার এক ছাত্রী খুব দামি একটা এ্যাপারাটস ভেঙ্গে ফেলল। হুমায়ূন আহমেদ খুব রেগে গেলো। অসম্ভব বকাবকি করল মেয়েটাকে। মেয়ে কেঁদে কেটে চলে গেল। পরে হুমায়ূন আহমেদের মন খুব খারাপ হল। পরদিন সে মেয়েটির কাছে বকাবকির জন্য ক্ষমা চাইল। বলল 'বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? কি করলে তোমার মন ভাল হবে।' মেয়ে কথা বলে না। পরে হুমায়ূন আহমেদ বলল ' তুমি চাইলে আমি তোমাকে বিয়েও করতে পারি...!

মেয়ে এবার মুখ তুলে স্পষ্ট স্বরে বলল 'না!'

বলাই বাহুল্য শুরুর দিকে পাত্র হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের মার্কেট খুবই খারাপ ছিল!! একাধিক পাত্রী তাকে না বলেছে।

গল্প নম্বর চার

উনিশশ একাত্তরে তাকে পকিস্তানী মেলেটারীরা মহসিন হল থেকে ধরে নিয়ে গেল (খুব সম্ভব তখন সে মহসিন হলে বসে তার প্রথম উপন্যাস শঙ্খনীল কারাগার লিখছিল)। আমরা খবর পেলাম তাকে প্রচুর টর্চার করছে। তখন মেঝো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল ঢাকায় একা সে ডালে পালে আমাদের আত্নিয় এক আর্মী ক্যাপ্টেন এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল ঘটনাটা। সেই ক্যাপ্টেন শুনে উত্তেজিত হয়ে গেল "কি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রকে রড দিয়ে পিটাবে মানে?? ইয়ার্কী নাকি? এর চেয়ে গুলি করে মেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলুক।" তার কথা শুনে মেঝো ভাই হতভম্ব! বলে কি!! পরে এই ঘটনা যখন বড় ভাইকে জানানো হল তখন বড় ভাই শুনে মুগ্ধ 'বাহ আর্মী অফিসার হলে এমনই হওয়া উচিৎ!'

গল্প নম্বর পাঁচ

আমি তখন টু তে কি থ্রি তে পড়ি কুমিল্লা ফরিদা বিদ্যায়তন স্কুলে। বক্সার মোহম্মদ আলী'র খুব ভক্ত। বড় ভাই চিঠি লিখে আমাকে জানাল থ্রিতে ফার্স্ট হতে পারলে আমাকে এক জোড়া বক্সিং এর গ্লাভস কিনে পাঠাবে ঢাকা থেকে। আমরা তখন থাকি কুমিল্লায়। আমি গ্লাভস পাওয়ার লোভে দ্বিগুন উদ্যোগে পড়াশুনা শুরু করলাম। এবং রেজাল্টের পর দেখা গেলে আমি সসন্মানে ফার্স্ট না... প্রায় লাস্ট হয়েছি।

আমার সাফল্যের(!) কথা বড় ভাইকে লিখে জানালাম। সে উত্তরে লিখল—

সাবাশ! দুটো না একটা গ্লাভস পাঠাচ্ছি!

AMARBOI.COM

গল্প নম্বর ছয়

এই গল্পটা শুনেছি বিখ্যাত আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের কাছ থেকে। এটা অবশ্য হুমায়ূন আহমেদের গল্প না, তারই গল্প। তারপরও বলি-

নাসির আরী মামুন তখন তরুন আলোকচিত্রী, চারিদিকে তার নাম ছড়াচ্ছে ভালো আলোকচিত্রী হিসেবে। তো একদিন প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ তাকে ডেকে পাঠালেন, কি ব্যাপার? তার নাতীর বিয়ের ছবি তুলতে হবে। নাসীর আলী মামুন বললেন ৫০ টাকা দিতে হবে। ইব্রাহিম খাঁ রাজি হলেন। বললেন আরেকদিন এসে টাকা নিয়ে যেতে।

পরে আরেকদিন নাসির আলী মামুন গেলেন তখন তাকে পঁচিশ টাকা দেওয়া হল। বাকি টাকা পরে দেওয়া হবে। তরুণ নাসির আলী মামুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি টাকা না নিয়ে একবারে পরে পুরো টাকা নিবেন বলে চলে এলেন। এবং পরে আর গেলেনই না।

কিন্তু অনেক পরে জানতে পারলেন বিয়েটা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। পাত্রী ইব্রাহিম খাঁর নাতী গূলতেকিন খান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প নম্বর সাত

হুমায়ূন আহমেদ তার 'ছেলেবেলায়' লিখেছিল সে নানার বাড়িতে গোয়াল ঘরের গরুরা মানুষের মত কথা বলছে... এমন একটা কিছু। পরে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ নিচ্ছে সে ...একদিন এক ছাত্র প্রশ্ন করে বসল 'স্যার আপনি নাকি গরুর কথা বুঝতে পারেন?' ক্লাশের মধ্যে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ আনায় হুমায়ূন আহমেদ খুবই বিরক্ত হল, বলল—
হ্যাঁ পারি নইলে তোমাদের ক্লাশ নিচ্ছি কিভাবে?

এরকম অনেক গল্প হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। মুড ভাল থাকলে সে প্রতি মুহূর্তে মজা করত। আজ সে নেই। আমাদের পরিবারেও যেন কোন আনন্দ নেই। সে বেঁচে থাকলে কোন একটা উপহার নিয়ে যেতাম তার ধানমন্ডির বাসায়। গিয়ে দেখতাম ফুলে ফুলে তার ঘর ভরা। ভক্তরা সব ফুল দিয়ে গেছে। ফিরে আসার সময় সে বলত 'কিছু ফুল নিয়ে যা তোদের বাসায়, এখানে এত ফুল নষ্ট হবে...' আমরা ভাইবোনরা কিছু ফুল নিয়ে ফিরতাম যার যার বাসায় ... তার জন্মদিনের ফুল ... তার প্রথম পৃথিবীতে আসার প্রথম দিনটির সৌরভ ...হায়... এ পৃথিবী একবার পায় তারে বার বার পায় নাতো আর!

AMARBOI.COM

* *লেখাটি হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছিল।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকরো স্মৃতি

'স্মৃতি সে বেদনারই হোক বা সুখেরই হোক তা সবসময় বেদনার...' কথাটা হুমায়ূন আহমেদের কোন একটা উপন্যাসের লাইন। কথাটা এখন সত্যি হয়ে উঠেছে। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে অনেক সুন্দর স্মৃতি আছে আমাদের সব ভাইবোনের তার সবই এখন বেদনার স্মৃতি...।

তার সঙ্গে আমাদের বাল্যের অনেক স্মৃতি... কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব? তার জন্মদিনে দুয়েকটা স্মৃতি বরং পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি আর আমার ইমিডিয়েট বড় বোন শিখু (মমতাজ শহীদ) ছিলাম পড়াশুনায় বিশেষ ফাকিবাজ। মাঝে মাঝেই তার টার্গেট হয়ে যেতাম। উদাহরণ দেয়া যাক

—ইংরেজিতে কত পেয়েছিস?

—এক চল্লিশ

—এক চল্লিশ কারা পায়?

—(আমি বা শিখু নিশ্চুপ)

—বল কারা পায়? (উচ্চস্বরে)

—খারাপ ছাত্ররা

—ইংরেজি বই আন

ইংরেজি বই আনার পর দেখা গেল এই বই সেও পড়েছে, বড় আপা, মেঝো আপা, মেঝো ভাই পড়েছে এখন আমরা পড়ছি। তারপরও বই অক্ষত আছে। তার মানে এই বই কেউ খুব একটা নাড়াচাড়া করে নি, পড়ে নি। 'ডাকো সবাইকে সবার ইংরেজি ঝালাই করা হবে।' সবাই এলো, মাঝখান দিয়ে ভেগে পড়লাম আমি।

তবে মাঝে মধ্যে অংক নিয়েও তার মুখোমুখি হতে হত। এবং এক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যায়ে অংকে আমার 'রামানুজন' প্রতিভার স্বাক্ষর পেয়ে বলত 'যা কাগজ কলম নিয়ে আয় ... বড় বড় করে তিনবার লেখ "আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না" (পরবর্তী সময়ে তার কথা অবশ্য সত্য প্রমানিত হয়েছে বলাই বাহুল্য!)।

তখন আমি থ্রি কি ফোরে পড়ি, কুমিল্লা ফরিদা বিদ্যায়তন স্কুলে আর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা থাকি কুমিল্লায় একবার সে আমাকে নিয়ে রওনা হল ঢাকায়। আমাকে ঢাকা শহর দেখাবে। আমরা দুজন এসে উঠলাম মহসিন হলে তার রুমে। সেই বিখ্যাত রুম যে রুমে বসে সে তার প্রথম উপন্যাস শঙ্খনীল কারাগার লিখেছিল (তার প্রথম উপন্যাস ছিল শঙ্খনীল কারাগার যদিও বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'নন্দিত নরকে') ... সেই বিখ্যাত রুম যে রুম থেকে পাকিস্তানী মিলিটারীরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ... ।

দুদিন কি তিনদিন ছিলাম ঢাকায়। সে আমাকে ঢাকার ডাবল ডেকার বাস দেখাল, রমনা পার্ক দেখাল আরো অনেক কিছু দেখাল। তার রুমে একদিন বিকেলে এসে হাজির আহমেদ ছফা আর শামীম শিকদার। শামীম শিকদার তখন পেন্ট শার্ট পরা এক স্মার্ট তরুনী। বড় ভাই ঠাট্টা করে বলল 'শাহীন মিয়া বলতো ইনি ছেলে না মেয়ে?'

সেখানে একদিন আসলেন আতিক ভাই যিনি এখন পৃথিবী বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী, আসলেন আনিস ভাই... (আনিস ভাই প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন পরে কানাডায় গিয়ে ছবির পরিচালক হয়েছিলেন। পরে ক্যান্সারে মারা যান।)

যে কটাদিন ঢাকায় ছিলাম খুব মজা হয়েছিল। একদিন বলাকায় নিয়ে সে আমাকে একটা দারুন সিনেমাও দেখাল। সব মিলিয়ে আমার জীবনের সে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। যেন বিদেশ বেড়াতে এসেছি। তখন কার ঢাকা ছিল ছিমছাম সুন্দর এক শহর সেই আমার প্রথম ঢাকা দেখা।

তার ৬৪তম জন্মদিনে সবাই আমার কাছে তার স্মৃতি নিয়ে লেখা চায়। কি লিখব? যে লেখার সেইতো চলে গেল আমাদের লেখায় কি যায় আসে! বরং হৃদয়ের গভীরে তাকে নিয়ে কিছু নিজস্ব স্মৃতি থাক একান্ত ব্যক্তিগত ভাইবোন পরিবার পরিজন নিয়ে স্মৃতি... সেখানেই সে বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে আমাদের মত করে আমাদের জন্য... আর জাতির জন্য সেতো আছেই তার মহান সৃষ্টিকর্ম নিয়ে।

---

* বিডি নিউজের জন্য লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন হিউমার

০

নুহাশ পল্লীতে কোন একটা হাসির নাটকের স্যুটিং চলছে । হটাৎ ডিরেক্টর হুমায়ূন আহমেদ ক্ষেপে গেলেন তার এক স্টাফের উপর । কারণ সে মিথ্যা কথা বলেছে , সেটাও ধরাও পড়ে গেছে । সে ক্ষেপে গেলে একটাই শাস্তি প্রথমে 'ফাজিলের ফাজিল... ' বলে ধমক তারপর কান ধরে দাড়িয়ে থাকা কিছুক্ষন । সেই স্টাফও জানে শাস্তির প্রকারভেদ সে দেরী না করে দাড়িয়ে গেল কান ধরে । এদিকে ডিরেক্টর হূমায়ূন আহমেদ এর এসিসেটেন্ট জুয়েল রানা নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে । এসে দেখে একজন কান ধরে দাড়িয়ে আছে । সে হতভম্ব! এই সিনতো স্ক্রিপ্টে নেই । তবে কি স্যার নতুন কোন সিন লিখে ফেলেছেন এর মধ্যে? সে ছুটে গেল স্যারের কাছে 'স্যার এটা কোন সিকোয়েন্স? স্যুট ক্লিয়ার... ??'

উত্তরে ডিরেক্টর হুমায়ূন আহমেদ কি বলেছিলেন তা জানা যায় নি ।

AMARBOI.COM

০

হূমায়ূন আহমেদ গিয়েছেন ভারত, কোন এক সাহিত্য সম্মেলনে । এক হোটেলে উঠেছেন । সেখানে দেখা করতে এলেন ভারতের এক লেখক ।

এ আলাপ সে আলাপের পর সেই লেখক বললেন

—হুমায়ূন দেখেছ আমার দাঁত কি ঝকঝকে?

—হ্যাঁ তাইতো

—আসলে বাধানো দাঁত তাই তবে এই দাঁতের একটা অসুবিধা আছে প্রেমিকাকে চুমু খেতে সমস্যা হয় ।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—প্রেমিকাকে বলবেন আপনাকে চড় দিতে চড় খেয়ে নকল দাঁতের পাটি বেড়িয়ে আসবে তারপর আপনি চুমু খেতে পারেন। হুমায়ূন আহমেদীয় সলিউশন!

o

আমার মা সোহরোয়ার্দী হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন। হার্ট এ্যাটাক। দুতিনদিন পর স্টেবল হলেন। একদিন হুমায়ূন আহমেদ দেখতে এলেন। সঙ্গে ডাক্তার নার্সরাও রয়েছে। আম্মাকে দেখেই তিনি বললেন

—আম্মা এবার সিগারেটটা ছাড়েন

সবাই হেসে উঠল। এক মাথামোটা নার্স আমাকে বলল ' আপনার মা সিগারেট খান?'

আমি হেসে বললাম 'না। সিগারেট খেলে হার্ট এ্যাটাক হয় এমন ধারনা আছে আমাদের...তাই রসিকতা করেছে' আমি ব্যাখ্যা করলাম।

o

একবার হুমায়ূন আহমেদ জেদ ধরল শহীদ বাবার কবরটা একা একা পরে আছে সেই সুদুর পিরোজপুরের গোরস্থানে তাকে নুহাশ পল্লীতে নিয়ে আসবে। সব ঠিক ঠাক। তখন এক ঘনিষ্ট জন প্রশ্ন করল

স্যার তাহলে পিরোজপুরে আপনার বাবার খালি কবরটায় কি হবে?

বড় ভাই একটু ভাবল তারপর গম্ভীর হয়ে বলল 'ওখানে টু-লেট ঝুলিয়ে দিলেই হবে!'

(পরে অবশ্য বড় বোনের আপত্তির কারনে বাবার কবর নুহাশ পল্লীতে আনা হয় নি। কারণ বাবার কবর আগেই একবার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বাবা শহীদ হওয়ার পর যেখানে কবর দেয়া হয়েছিল সেটা জোয়ারের পানিতে ডুবে যেত বলে তাকে স্বাধীনতার পর তুলে এনে পিরোজপুর গোরস্থানে কবর দেয়া হয়)

o

হুমায়ূন আহমেদ পিএইচডি করে ফিরেছে দেশে। সবাইকে বিদেশ থেকে আনা জিনিষ পত্র দিচ্ছে। আমাকে ডেকে বলল—

—সিগারেট ধরেছিসতো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)

আমি কথা না বলে মাথা চুলকাই। সে আমাকে এক প্যাকেট বিদেশী সিগারেট দিল। আমি মহা খুশি যাক বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বিদেশী সিগারেট টানা যাবে। কিন্তু একটু বাদেই সে বলল

—এই তোর প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট দেতো। আমার প্যাকেটটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বিরস মুখে দিলাম। ঘন্টা খানেক পর আবার...

—এই তোর প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট দেতো। আমার প্যাকেটটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আবারো বিরস মুখে দিলাম। ঘন্টা খানেক পর আবার... এই করতে করতে বিকালের আগে গিফট পাওয়া সিগারেটের প্যাকেট প্রায় খালি!

০

তখন কলেজের আমি ছাত্র। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল ব্যাঙের ডাক রেকর্ড করে আমেরিকায় পাঠাতে হবে হুমায়ূন আহমেদের কাছে। কি জ্বালা! এখন এই সিজনে ব্যাঙ কোথায় পাই? কি আর করা আমার এক দুঃসাহসী বন্ধুকে নিয়ে বেরুলাম। কে যেন বলল সংসদ ভবনের সামনের ক্রিসেন্ট লেকে ব্যাঙ আছে সে নাকি ডাকতেও শুনেছে তবে যেতে হবে সন্ধ্যায়। গেলাম সেই বন্ধুকে নিয়ে। কিন্তু কি কপাল সংসদ চত্ত্বরের পেট্রল পুলিশ ধরল

—এখানে কি হচ্ছে?

—ব্যাঙের ডাক রেকর্ড করছি। আমি ব্যাখ্যা করি। পাশে তাকিয়ে দেখি আমার সাহসী বন্ধু উধাও!

—কেন?

—বিদেশে ব্যাঙের ডাক পাঠাতে হবে।

—কার কাছে

—এক লেখককের কাছে

—লেখকের নাম কি ?

—হুমায়ূন আহমেদ আমি তার ছোট ভাই।

এবার পুলিশ তিনজন এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল 'এদিকে ব্যাঙ কোথায়? আমাদের সঙ্গে আসেন' বলাই বাহুল্য পরে ব্যাঙ এর ডাক রেকর্ড করতে আর সমস্যা হল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০

হুমায়ূন আহমেদ চেইন স্মোকারের চেয়েও বেশী কিছু থাকলে সেটাই ছিল। বেশী খাওয়া হয়ে যাবে তাই একটা একটা করে কিনত আর সে কাজটা করতে হত আমাকে। একটু পর পরই হুকুম 'যাতো একটা সিগারেট নিয়ে আয়' আমি ছুটতাম। কিন্তু কত আর দৌড়ানো যায়। একদিন মাথায় বুদ্ধির এনার্জি বাল্ব জ্বলে উঠল নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কয়েক প্যাকেট বৃস্টল সিগারেট কিনে ফেললাম। পাইকারী রেটে কিনেছি। আশা করছি এই চোটে কিছু ব্যবসাও হয়ে যাবে।

যথারীতি ডাক পড়ল

—যাতো একটা সিগারেট নিয়ে আয়

আমি চিকন হাসি মুখে নিয়ে উঠে দাড়িয়েছি এবার আর দোকানে ছুটতে হবে না। নিজের গোপন জায়গা থেকে এক শলা বৃস্টল...

—শোন শোন ... বড় ভাই ডাকে

—কি?

—বৃস্টল আনিস না ক্যাপস্ট্যান আন আমি ব্রান্ড চেঞ্জ করেছি।

AMARBOI.COM

০

কুমিল্লায় ঠাকুর পাড়ায় আমাদের বাসাটা বড় ছিল বেশ জায়গাও ছিল, পাশে মস্ত পুকুর। আম্মা গরু আর হাঁস পালা শুরু করলেন। বড় ভাই ঢাকা কলেজে পড়ে তখন, কিংবা সদ্য ভার্সিটিতে ঢুকেছে। একদিন ঢাকা থেকে এসে সেও অবাক হাঁস গরু দেখে। জানতে চাইল হাঁস ডিম দেয় কিনা। আম্মা হাসিমুখে জানালেন হাঁস ডিম না দিলেও গরু দিব্যি দুধ দিচ্ছে।

আর কি আশ্চর্য পরদিনই আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি হাঁসও ডিম পেরেছে। সকালে বিকালে দুপুরে নন স্টপ ডিম পারছে। পরে অবশ্য জানা গেল বড় ভাইয়ের কাজ... দোকান থেকে হাঁসের ডিম কিনে এনে এনে হাঁসের ঘরে রেখে আম্মাকে সারপ্রাইজ দেওয়া।

০

ফানুস ওড়ানোর কাহিনী। শাকুর মজিদের লেখা থেকে ... । তো বড় ভাই গিয়েছে মাজহারদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে সুন্দরবন। নানান আয়োজনের পর রাতে ফানুস ওড়ানো হচ্ছে। শাকুর মজিদ তার পাশে দাড়ানো বড় ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে জিজ্ঞেস করল

—ফানুস আগে কখনো দেখেছ ?

—না, আপনি?

—আমিও না। বলাই বাহুল্য "দিতে পারো একশ ফানুস এনে একদিন আকাশেতে কিছু ফানুস ওড়াই।" তার বিখ্যাত কবিতার প্রথম লাইন।

০

তার সিগারেট খাওয়ার সেই গল্পতো সে নিজেই লিখেছে।

প্লেনে করে আমেরিকা না কোথায় যাচ্ছে। সিগারেটের নেশা চেপেছে কি করা। সে এয়ার হোস্টেসজে ডেকে বলল—

—সিগারেট খাওয়া যাবে?

—না প্লেনের ভিতর ধুমপান করলে দুশো ডলার ফাইন

বড়ভাই চারশ ডলার দিয়ে বলল

—আমি এখন দুটো সিগারেট খাব। হতভম্ব এয়ার হোস্টেস ছুটে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। পরে ক্যাপ্টেন তাকে ডেকে পাঠাল ককপিটে। বলল

—ডলার দিতে হবে না তুমি এখানে বসে সিগারেট খাও

০

নিউ মার্কেটে গোস্ত কিনতে গেছে সে সাথে ব্যাগ হাতে আমি। সে এক দোকানে গিয়ে বলল ভাল দেখে এক কেজি গোস্ত দাও। গোস্তওলা দিল।

—গোস্ত ভালতো?

—স্যার এক নম্বর।

বড় ভাই পাশের দোকানে গিয়ে বলল

—এক কেজি গোস্ত দাও। আগের গোস্তওলা বলল

—স্যার আপনির দু কেজি মাংস নিবেন আমার এখান থেকেইতো নিতে পারতেন।

—না আমি এখানে সবার কাছ থেকে এক কেজী করে নিব। যারটা ভাল হবে এরপর সবসময় তার কাছ থেকেই নিব। এই কথা শুনে আগের গোস্তওলা তার ব্যাগ টেনে নিয়ে গেল তার কাছে আগের গোস্ত রেখে নতুন করে গোস্ত কাটতে লাগল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

o

এক ভিক্ষুক ঘ্যান ঘ্যান করছে 'স্যার পাঁচটা পয়সা দেন'

'স্যার পাঁচটা পয়সা দেন'

সে বিরক্ত হয়ে বলল

—আমার কাছে পাঁচ পয়সা নাইরে ভাই।

তবুও ভিক্ষুক ঘ্যান ঘ্যান করছে 'স্যার পাঁচটা পয়সা দেন' 'স্যার পাঁচটা পয়সা দেন'

এক পর্যায়ে সে বিরক্ত হয়ে একশটাকার একটা নোট দিয়ে বলল

—আমাকে ৯৯ টাকা পচানব্বই পয়সা ফেরৎ দাও

ভিক্ষুক হতস্তম্ভিবতমুঢ় (হতভম্ব + স্তম্ভিত + বিমুঢ়)

পরে অবশ্য তাকে একশ টাকাই দিয়ে দিল।

o

গভীর রাতে হুমায়ূন আহমেদকে এক বিখ্যাত অভিনেতা ফোন করল। এত রাতে ফোন পেয়ে হুমায়ূন আহমেদ কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

হুমায়ূন ভাই আমার অবস্থা খুব খারাপ

কেন কি হয়েছে?

পেটে প্রচুর গ্যাস হয়েছে।

পেটে গ্যাস হয়েছেতো আমাকে কেন তিতাস গ্যাসকে ফোন দিন।

AMARBOI.COM

o

তার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। সিলেট থেকে এক প্রস্তাব এসেছে। মেয়ে পক্ষ দুটি সাদা কালো ছবি পাঠিয়েছে (তখন অবশ্য রঙিন ছবির যুগ ছিল না) একটি দাড়ানো আর একটি বসা অবস্থায়, মেয়ে অত সুন্দরী না। ভাইবোনরা সবাই ছবি দেখে না না মন্তব্য করছে। এবং সবাই একমত হল যে বসা ছবিটাতে পাত্রীকে বেশী সুন্দরী মনে হচ্ছে...!' বড় ভাই বিরস মুখে বলল

কি আর করা বিয়ের পর না হয় তোদের ভাবিকে সব সময় বসিয়ে বসিয়ে রাখবি...!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০

উনিশশ একাত্তরে তাকে পকিস্তানী মিলিটারীরা মহসিন হল থেকে ধরে নিয়ে গেল (খুব সম্ভব তখন সে মহসিন হলে বসে তার প্রথম উপন্যাস শঙ্খনীল কারাগার লিখছিল)। খবর পাওয়া গেল তাকে প্রচুর টর্চার করছে। তখন মেঝো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল ঢাকায় একা সে ডালে পালে আমাদের আত্মীয় এক আর্মী ক্যাপ্টেন এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল ঘটনাটা। সেই ক্যাপ্টেন শুনে উত্তেজিত হয়ে গেল "কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে রড দিয়ে পিটাবে মানে?? ইয়ার্কী নাকি? এর চেয়ে গুলি করে মেরে ফেলুক।" তার কথা শুনে মেঝো ভাই হতভম্ব! বলে কি!! পরে এই ঘটনা যখন বড় ভাইকে জানানো হল তখন বড় ভাই শুনে মুগ্ধ ' বাহ আর্মী অফিসার হলে এমনই হওয়া উচিৎ'।

০

আমি তখন টু তে কি থ্রি তে পড়ি কুমিল্লা ফরিদা বিদ্যায়তন স্কুলে। বক্সার মোহম্মদ আলী'র খুব ভক্ত। বড় ভাই চিঠি লিখে আমাকে জানাল থ্রিতে ফার্স্ট হতে পারলে আমাকে এক জোড়া বক্সিং এর গ্লাভস কিনে পাঠাবে ঢাকা থেকে। আমরা তখন থাকি কুমিল্লায়। আমি গ্লাভস পাওয়ার লোভে দ্বিগুন উদ্যোগে পড়াশুনা শুরু করলাম এবং রেজাল্টের পর দেখা গেলে আমি সসন্মানে ফার্স্ট না... প্রায় লাস্ট হয়েছি।

আমার সাফল্যের (?) কথা বড় ভাইকে লিখে জানালাম। সে উত্তরে লিখল—

—সাবাশ! দুটো না একটা গ্লাভস পাঠাচ্ছি!

অবশ্য পরে গ্লাভস আর আসে নি।

০

এই গল্পটা শুনেছি বিখ্যাত আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের কাছ থেকে। এটা অবশ্য হুমায়ূন আহমেদের গল্প না, তারই গল্প। তারপরও বলি-

নাসির আলী মামুন তখন তরুণ আলোকচিত্রী, চারিদিকে তার নাম ছড়াচ্ছে ভালো আলোকচিত্রী হিসেবে। তো একদিন প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ তাকে ডেকে পাঠালেন, কি ব্যাপার? তার নাতীর বিয়ের ছবি তুলতে হবে। নাসীর আলী মামুন বললেন ৫০ টাকা দিতে হবে। ইব্রাহিম খাঁ রাজি হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন আরেকদিন এসে টাকা নিয়ে যেতে।

পরে আরেকদিন নাসির আলী মামুন গেলেন তখন তাকে পঁচিশ টাকা দেওয়া হল। বাকি টাকা পরে দেওয়া হবে। তরুণ নাসির আলী মামুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি টাকা না নিয়ে একবারে পরে পুরো টাকা নিবেন বলে চলে এলেন। এবং পরে আর গেলেনই না।

কিন্তু অনেক পরে জানতে পারলেন বিয়েটা ছিল হুমায়ূন আহমেদের। পাত্রী ইব্রাহিম খাঁর নাতী গুলতেকিন খান।

০

হুমায়ূন আহমেদ তার 'ছেলেবেলায়' লিখেছিল সে নানার বাড়িতে গোয়াল ঘরের গরুরা মানুষের মত কথা বলছে... এমন একটা কিছু। পরে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ নিচ্ছে সে ...একদিন এক ছাত্র প্রশ্ন করে বসল 'স্যার আপনি নাকি গরুর কথা বুঝতে পারেন?' ক্লাশের মধ্যে হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ আনায় হুমায়ূন আহমেদ খুব বিরক্ত হল, বলল-

হ্যাঁ পারি নইলে তোমাদের ক্লাশ নিচ্ছি কিভাবে?

০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়েছে হুমায়ূন আহমেদ প্রথম ক্লাশ নিতে গেছে। একটু আগেই গেছে গিয়ে দেখে স্টুডেন্টরা সব ক্লাশের বাইরে দাড়িয়ে সেও দাড়িয়ে রইল। ছাত্ররা আগে ঢুকুক তারপওে ঢুকবে। ছাত্ররা কেউই হুমায়ূন স্যারকে চিনে না। এক ছাত্র এসে হুমায়ূন আহমেদ এর কাধে থাবরা দিয়ে বলল

চল ঢুকে যাই স্যার চলে আসবেন সময় হয়ে গেছে

হুমায়ূন আহমেদ বললেন

তোমরা ঢুকো আমি আসছি...

তারপর যখন স্যার হিসেবে ঢুকলো সেই ছাত্রের অবস্থা ... বাংলা ভাষায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমুঢ়!

০

আপনার লেখাতো কিছু হয় না। সস্তা ইমোশন। ভালো কিছু লেখার চেষ্টা করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদকে বলল এক কঠিন বুদ্ধিজীবি। তো হুমায়ূন আহমেদ একদিন একটা নতুন গল্প নিয়ে গেলেন সেই কঠিন বুদ্ধিজীবির কাছে।

এটা দেখুনতো পড়ে।

বুদ্ধিজীবি বিরক্তি নিয়ে পড়ে বলল

নতুন কিছু হয় নি আগের মতই।

যাক তাহলে আর আমার চিন্তা নেই। হুমায়ূন আহমেদ ভাবলেন কারণ তিনি যে গল্পটি নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটা গল্প।

০

হুমায়ূন আহমেদ এক নতুন প্রকাশককে বই দিলেন। অন্য বোদ্ধা প্রকাশকরা ছুটে এল

'স্যার এ আপনি কাকে বই দিলেন? এতো প্রকাশক না এতো ফেরিওয়ালা!'

আমার বই ফেরী করতে পারে এমন একজনকেই আমি খুঁজছিলাম!

তার শর্টকাট উত্তর।

AMARBOI.COM

০

হুমায়ূন আহমেদ এর অন্যতম প্রিয় বন্ধু হচ্ছে ডাক্তার করিম। আমরা বলি করিম ভাই। তারা দুজন তখন বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান চলে এসেছে। করিম ভাই ঠিক করল 'ড্রেস এ্যাজ ইউ লাইকে' নাম দিবে। বড় ভাই কে জিজ্ঞেস করল কি সাজা যায়। সে তাকে বুদ্ধি দিল কৃষক সাজ। যেই ভাবা সেই কাজ মাথাল মাথায় দিয়ে লুঙ্গি পড়ে লাঙ্গল নিয়ে দুই গরু নিয়ে করিম ভাই মাঠে ঢুকে গেল। সাথে কিছু ধানের চারা। বড় ভাইয়ের বুদ্ধি অনুসারে করিম ভাই গিয়ে হাইজাম্পের বালির উপর হাল চাষ শুরু করে দিল। চারিদিকে তালি দারুন সাজ হয়েছে। অতি উৎসাহে করিম ভাই সেখানে ধানের চারা লাগিয়ে ফেলল লাইন ধরে। আর তখনই মাইকে ঘোষনা হল এখন লং জাম্প আর হাই জাম্প হবে ... কিন্তু একি সেখানেতো রীতিমত হাল চাষ করে ধানের চারা লাগিয়ে ফেলেছে তারা দুজনে! তারপর আর কি মার মার রবে ড্রিল স্যার ছুটে এল তারা দুজনও গরু হাল ফেলে চম্পট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০

লালা নামে আমার এক বন্ধু আছে। বিরাট বিপ্লবী নেতা, আবার কবিও। সে বরিশালের ছেলে বরিশাল যাচ্ছে স্টিমারে করে। হঠাৎ দেখে হুমায়ূন আহমেদ যাচ্ছে বরিশাল। হুমায়ূন আহমেদ তখন তরুণ লেখক কয়েকটা বই বের হয়ে গেছে আলোচনার মধ্য মনিতে আছে তার লেখা লেখি নিয়ে। লালা এগিয়ে গেল

স্যার আপনি?

বরিশাল বি এম কলেজে যাচ্ছি এক্সটারনাল হয়ে। লালার সঙ্গে পরিচয় হল। এক পর্যায়ে লালা জানতে পারল হুমায়ূন আহমেদ কোন কেবিন পাননি। ডেকে করে যাচ্ছেন। তরুণ বিপ্লবী নেতা লালা স্টিমারে হাউ কাউ লাগিয়ে দিল। দেশের জনরপ্রিয় লেখক কেবিন পাবে না। মানে? সে এমনই গ্যাঞ্জাম শুরু করল যে তখন এক আর্মী অফিসারের কেবিন বাতিল করে হুমায়ূন আহমেদকে কেবিন দেয়া হল। বড় ভাই পড়ল লজ্জায়।

যাহোক রাতে কেবিনে ঢুকতে গিয়ে দেখে কেবিনের দেয়ালে বিরাট এক মাকড়শা। সে ভয়ঙ্কর মাকড়শা ভয় পায়। সে আর সে রাতে কেবিনে থাকল না, বাইরে ডেকে বসেই কাটালো। লালা জানলো না যে হুমায়ন আহমেদ সারারাত বাইরেই কাটিয়েছে।

০

আমার বড় দুই ভাই তখন বিদেশে। আমি ক্লাশ নাইন-এ পড়ি। একদিন দুপুরে ছফা ভাই (আহমেদ ছফা) এসে হাজির সঙ্গে মুক্তধারার চিত্তবাবু (চিত্তরঞ্জন সাহা)

কাকীমা হুমায়ূন কোন স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে? (ছফা ভাই আম্মাকে কাকীমা ডাকতো)

নাতো

জাফর?

নাতো।

এবার ছফা ভাই আমার দিকে তাকালেন!

—শাহীন তোমার কোন স্ক্রীপ্ট আছে? মুক্তধারার চিত্তবাবু হতভম্ব। আর আমিতো ডাবল হতভম্ব!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

০
তখন তার সদ্য বিয়ে হয়েছে। গুলতেকিন ভাবী হলি ক্রসের ছাত্রী তাকে রিক্সায় করে হলিক্রসে নামিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। একদিন নামাতে গেছে ভাবীকে ভাবীর বান্ধবীরা বড় ভাইকে দেখে ফেলেছে। তারা প্রশ্ন করল

ঐ কালো লোকটা কেরে?

ভাবী মুখ কালো করে বলল ' আমার হাজব্যান্ড'। মুখ কালো করার কারণ তার হাজব্যান্ডকে কালো বলেছে। বাসায় এসে কমবয়সী ভাবী কাদোঁ কাদোঁ মুখে বড় ভাইকে বলল

এই তুমি কালো... আমার বান্ধবীরা সব বলল

বড় ভাই তখন বলল ' আরে না আমি কালো না কালোতো শাহীন (মানে আমি) আমি উজ্জ্বল শ্যামলা।

০
তখন আমি ক্লাশ ওয়ানে পড়ি কিংবা ভর্তি হব আর বড় ভাই বগুড়া জিলা স্কুলের এইট বা নাইনের ছাত্র। একদিন দুপুরে আমাকে বলল

সিগারেট খাবি?

আমি হতভম্ব। না বুঝেই মাথা নেড়ে মানে খাব।

তাহলে যা রান্না ঘর থেকে মেচ নিয়ে আয়

আমি মেচ নিয়ে আসলাম।

চল তাহলে

দুজনে বাড়ির পিছনে চলে গেলাম। সে পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করল। একটা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিল আর একটা তার মুখে। তারপর মেচ জ্বালিয়ে আমারটা ধরিয়ে দিল নিজেরটা্ও ধরাল। তারপর দুজনে সিরয়াসলি টানতে লাগলাম। তবে বলাই বাহূল্য দুটোই ছিল চকলেট সিগারেট। ম্যাচ ধরানোটা ছিল মিছি মিছি।

০
নিষাদ কে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেছে বড় ভাই। ধানমন্ডির নামী দামী এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর হয়ে বলল

আপনার স্ত্রী কোথায়? তাকেও আসতে হবে

তাকে আসতে হবে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বাবা-মার ইন্টারভ্যু নিব আগে আমাদের বুঝতে হবে ছাত্রের বাবা-মা কেমন

বড় ভাই তখন বলল

'আমারতো মনে হয় ব্যাপারটা উল্টা হওয়া উচিৎ আগে আমরা আপনাদের ইন্টারভ্যু নিব আমাদের বুঝতে হবে আপনারা আমার ছেলেকে পড়াতে পারেন কিনা।'

প্রিন্সিপ্যাল ট্যাপ!

০

এটা ছোট্ট নিষাদকে নিয়ে...

ছোট্ট নিষাদকে বড় ভাই স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে 'তুমি ক্লাশে চলে যাও। আমি বাইরে এই যে এখানে গেটের কাছে গাড়ির ভিতর বসে আছি তোমার জন্য কোন ভয় নেই।'

ছোট্ট নিষাদ নিশ্চিন্তে স্কুলে ঢুকে যায়।

একদিন ছোট্ট নিষাদ স্কুলে ঢুকে দেখে তার ক্লাশের একটা ছোট্ট মেয়ে কাঁদছে।

কেন কাঁদছ? সে জানতে চায়।

আমার বাবা আমাকে রেখে চলে গেছে .. ... ইইই (কান্না)

তখন নিষাদ গর্ব নিয়ে বলে 'আমার বাবা চলে যায় না গেটের কাছে গাড়িতে বসে থাকে!'

ওদিকে বড় ভাই কিন্তু তাকে ঢুকিয়ে দিয়েই বাসায় চলে যায়। আহা ছোটরা কি অবুঝ!

০

আফজাল নামে আমাদের এক কাজের ছেলে ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সে মুক্তি যুদ্ধে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর পরই সে কিভাবে কিভাবে আমাদের নিউ পল্টনের বাসায় এসে হাজির। তরুন মুক্তি যোদ্ধা আফজাল। এসেই সে প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরে কাজে লেগে গেল আমরা নিষেধ করলাম। তোমার এখন কোন কাজ করতে হবে না তুমি একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা। কে শোনে কার কথা। তখন আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা। মাটিতে কম্বল পেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাই। কারও কোন ভাল কাপড় চোপর নেই। একদিন বড় ভাই হন্তদন্ত হয়ে ক্লাশে চলে গেল। গিয়েই টের পেল সর্বনাশ হয়েছে সে মুক্তিযোদ্ধা আফজালের প্যান্ট পরে চলে এসেছে ইউনিভার্সিটিতে। হিপ পকেটে থ্রি নট থ্রি রাইফেলের দুটা গুলি!

o

আকবরের মা হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের বাসার পার্মানেন্ট কাজের বুয়া। বহু বছর ধরে আছে (এখনো সে বড় ভাবীর সঙ্গে আছে)। শাহীদুল্লাহ হলের ঘটনা। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, নিজের চিকিৎসা সে নিজে করতেই পছন্দ করত। ভাবীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি এক ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার জানতে চাইল সে কোথা থেকে এসেছে। আকবরের মা বলল—

ডাকতর হুমায়ূনের বাসা থেকে

তোমার সাহেবই ডাক্তার তো আমার কাছে কেন এসেছ?

হে তো লেখালেখির ডাকতর!

আকবরের মার বিরক্ত উত্তর।

AMARBOI.COM

o

বড় ভাই তার কনিষ্ঠ কন্যা ছোট্ট বিপাশাকে একশ টাকার একটা চকচকে নোট দিয়েছে। বিপাশা চিন্তিত একশ টাকার নোটতো তার ছোট্ট মানিব্যাগে ঢোকে না। বড় ভাইকে সে জানাল তার সমস্যার কথা । বড় ভাই লেখালেখি করছিল বলল 'তুমি বুদ্ধি করে ঢোকাও...'

ছোট্ট বিপাশা ভালই বুদ্ধি বের করল। কাচি দিয়ে একশ টাকার নোটটা চারদিকে কেটে মানিব্যাগে ঢোকাল। দেখে শুনে বড় ভাইয়ের আক্কেল গুরুম!

o

লেখালেখি করে বড় ভাই প্রথম গাড়ি কিনেছে। আমাদের পরিবারের প্রথম গাড়ি। কিনেই সেই গাড়ি নিয়ে চলে এল কল্যানপুরে আমার বাসায় মাকে দেখাতে (আমি তখন কল্যানপুরে থাকি, মা আমার সঙ্গে থাকেন।)। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখলাম সাদা রঙের গাড়ি, আমাদের পরিবারেও যে গাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে কে ভেবেছিল এমন ভাব সবার। স্মার্ট ড্রাইভার গাড়ি থেকে বের হয়ে লম্বা করে সালাম দিল মাকে। তখন বড় ভাই মাকে বলল

আমার ড্রাইভারকে ভাল করে খাওয়ান। এতদিন মানুষের ড্রাইভারদের খাইয়েছি... এবার নিজেরটাকে...

০

আমার বিয়ে হয়েছে। আজিমপুরে বড় ভাইয়ের বাসা থেকেই বিয়ে হয়েছে। তার ঘরটাই আমার বাসর ঘর। বাসার আর সবাই বিভিন্ন ঘরে কোনমতে আছে। আমাকে নিয়ে নানারকম আড্ডা হচ্ছে। বড় ভাই তখন মন্তব্য করল-

বেচারা শাহীনের বাসর ঘরে কি আর ঘুম হচ্ছে নাকি? ওরতো সোফায় ঘুমিয়ে অভ্যাস

(আসলেও তাই বিয়ের আগে বাসায় গেস্ট লেগেই থাকত আর আমাকে থাকতে হত সোফায়! জীবনের অর্ধেক কাটিয়েছি সোফায় ঘুমিয়ে... হা হা হা)

AMARBOI.COM

০

তার সঙ্গে সপরিবারে তার মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছিলাম সম্ভবত কুষ্টিয়ায়। পথে ফেরীতে উঠেছি আমরা। বড় ভাই বসে আছে। আশে পাশে ফিস ফাস হচ্ছে 'ঐ যে হুমায়ূন আহমেদ বসে আছে' এক পর্যায়ে তার তখনকার ড্রাইভার (কিঞ্চিৎ বোকা কিসিমের) এসে বলল

স্যার একটা সুখবর আছে

কি সু খবর?

ফেরীর লোকজন আপনাকে চিনতে পেরেছে!

০

এক তরুণী হূমায়ন আহমেদের সিরিয়াস ভক্ত। তার 'দেবী' বই পরে সে হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দিল। কথা বলেই না। তার বাবা-মা মহাচিন্তিত কি করা যায়। কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাল কোন লাভ হল না। মেয়ে কথা বলে না। শেষ মেষ তাকে হুমায়ূন আহমেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। যেহেতু তার বই পড়েই এই অবস্থা তার কাছেই যাওয়া উচিৎ।

তো একদিন তাকে হুমায়ূন আহমেদের কাছে আনা হল। হুমায়ূন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদ সব শুনলো বাবা-মার কাছ থেকে। তারপর তাকে একটা অটোগ্রাফ দিয়ে বই দিল অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় নাম জিজ্ঞেস করল। মেয়ে দিব্যি নাম বলল।

তারপর গর গর করে নাম কথা বলা শুরু হল। প্রবলেম সলভড।

আলাদা করে হুমায়ূন আহমেদকে আর কিছু করতে হল না।

০

স্বাধীনতার পর পর। বড় বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ডিপার্টমেন্টে পরে। রোকেয়া হলে থাকে। বড় ভাই থাকে মহসিন হলে মাঝে মাঝে দেখা করতে গেলে হলে খুব ঝামেলা করে, ছেলে হলে আরো বেশী ঝামেলা। সম্পর্ক কি কোথায় থাকে নানা তথ্য দিতে হয়। তো একটা স্লিপে লিখে পাঠাতে হয় কি সম্পর্ক। একদিন বড় আপাকে হাউজ টিউটর ডেকে পাঠাল। তারপর কড়া ধমক ফাজলামো পেয়েছো এসব কি ?

আপা দেখে দেখা করার স্লিপের জায়গায় যেখানে সম্পর্ক ... সেখানে বড় ভাই লিখেছে 'মায়ের পেটের আপন ভাই'! আপাও হতভম্ব।

হাউজ টিউটরের রাগার সঙ্গত কারণ আছে!

AMARBOI.COM

০

বড় ভাই চলে যাওয়ার পর (মারা যাওয়া শব্দটা বলতে এখনো অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারিনি তার ক্ষেত্রে) প্রায়ই আমার মা'র কাছে নানান চ্যানেল আসে ইন্টারভ্যু নিতে মা দিতে চান না। মাঝে মধ্যে দেন। আমাকে একদিন বললেন—

তুই ওদের না করে দিস আমার আর এসব ভাল লাগে না।

আমি বলি ঠিক আছে। মাঝে মাধ্যে চ্যানেলওলাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদেয় করি। তবে সব সময়তো আর আমি বাসায় থাকি না। অনেক সময় হয় আমরা কেউই বাসায় নেই। শুধু ছোট বোনটা দোতালায় তো একদিন কারা যেন এসে আম্মাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইন্টারভ্যু নিয়ে চলে গেল। আমি ফিরে এসে বললাম কোন চ্যানেল আম্মা বলতে পারলেন না। আম্মা যেটা বললেন তারা ভিতরে টিভির ঘরে এসে ইন্টারভ্যু নিয়ে গেছে। মা যদি নিজ থেকে ইন্টারভ্যু দিয়ে থাকেন তাহলে আমারতো কোন সমস্যা নেই।

... কিন্তু হঠাৎ আমার পিলে চমকে গেল। দেখি আমার টিভির (শেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কেনা ৩২ ইঞ্চি এলসিডি প্লাজমা) নিচের দিকে একটা অংশ গলে পরে আছে অনেকটা পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী দালির আঁকা ঘড়িগুলোর মতো যেমন নিচের দিকে গলে গলে পড়ে সেই রকম আমার টিভিটাও নিচের দিকে মাও খেয়াল করেন নি, পরে মার কাছে যা বুঝলাম যারা মার ইন্টারভ্যু নিতে এসেছিল তারা ঠিক টিভির সামনে নিচের দিকে একটা সানগান বসিয়েছিল সেই হিটেই এই সর্বনাশ! আমারতো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল এতো সুন্দর টিভিটা নষ্ট করে দিল এটা কোন চ্যানেল? একটা প্রচন্ড ঝাড়ি দিতে হবে। কিন্তু আম্মাতো চ্যানেলের নাম বলতে পারে না। তারপর বহু গবেষনা করে পেলাম... এবং চেপে গেলাম!

'নুহাশ চলচ্চিত্র'... ! হাঃ হাঃ !!

আসলে বড়ভাইকে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে কত যে মজার ঘটনা আছে ...মাঝে মাঝে মনে করে এখনো মনে মনে হাসি, মাঝে মাঝে চোখ ভিজে উঠে। সে নেই সে যেন আমাদের পরিবারের সব আনন্দ নিয়ে চলে গেছে একা, আমাদেরকে তার নন্দিত নরকে রেখে ...!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~